লাল মার্শাল

ক্লেম ভরোশিলভ



মন্‌স্থর হবিব

প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দশ আনা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ২৪৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন—১৩৪৮

পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ৪৭নং মধুরায় লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীযামিনী মোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

আজকে সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বইছে। স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির যারা উপাসক তাদের উপর আজকে যে নির্য্যাতন চলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া যায় না। তবু আজও আমাদের সংগ্রাম অপ্রতিহত। আমরা নিরাশ নই, আমরা জানি একদিন এই ঘনান্ধকার কেটে গিয়ে নতুন দিনের আলো বিশ্বে ছড়িয়ে প'ড়বে। তাই আজকে যারা সেই ঘনান্ধকার চিরতরে দূর করবার জন্য লেনিনগ্রাড, শ্বেত রাশিয়া ও উক্রেইনের রণক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ ক'রছে এবং ফ্রান্স, নরওয়ে, যুগশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগারিয়া প্রভৃতি দেশে আন্তর্জ্জাতিক দস্যুবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রছে, অজ্ঞাত ও অচেনা সেই বীর বন্ধুদের স্মরণ ক'রে বাংলার নতুন যুগের নতুন মানুষদের হাতে দিলাম।

লেখক

যুদ্ধ আজ লেনিনগ্রাদের দুয়ারে, সেই দুয়ারে প্রহরী জাগছেন লাল পল্টনের সেনাপতি মার্শাল ভরোশিলভ।

"লেনিনের শহরেই" সেই নূতন জীবনের সাড়া প্রথম জাগে। আর সেই "লেনিনের শহরেই" আজ এই নূতন জগত রক্ষার ভার নিয়েছেন—মজদুরের ছেলে সেনাপতি ভরোশিলভ, তাঁর লাল পল্টন আর শহরের মজদুর-বাহিনী।

তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছে আজ পৃথিবীর মজদুর ও কিসানেরা—জানাচ্ছে ভারতবর্ষের মজদুর ও কিসান-শক্তিও।

অখিল ভারত কিসান সভার সেই বাণীই ধ্বনিত করেছেন তার দপ্তর-সচিব কম্রেড্ মনসুর হবিব এই কয়টি পাতায়। তরুণ বন্ধু মনসুরকে তাঁর কিসান ও মজদুর সহযাত্রীরা যেরূপ সানন্দ প্রীতিতে গ্রহণ করেন, তেমনি সুদৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আজ গ্রহণ করবেন তাঁরা মনসুরের এই বাণী—'সোভিয়েট ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।'

ভারতীয় কিসান সভা আফিস,
২৪৯বি, বহুবাজার।
২৩শে সেপ্টেম্বর্ ১৯৪১

গোপাল হালদার



ক্রেম ভরোশিলভ

১লা মে ১৯৩৯

আজ ১লা মে। মস্কো রেড্ স্কোয়্যাবে আজ মহাসমাবোহ। প্রতি বৎসব এই দিনে সাবা জগতেব মজুবেব সাথে সাথ দিযে সোভিযেটেব অধিবাসিবা মহাসমাবোহেব সাথে এই দিবসটী পালন কবে। বেড্ স্কোয্যাব আজ লোকে লোকাবণ্য।

স্কোয়্যার হিসাবে বেড্স্কোয্যাব বেশ চওডা কিন্তু অত্যধিক দৈর্ঘ্যের জন্য একে সরুমত দেখায়। স্কোয্যাবেব দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেব দিকে ঘাসে ভরা ঢালু জাযগাটী আস্তে আস্তে উঠে ক্রেমলিনের গাযে গিযে ঠেকেছে। উঁচুতে—অনেক উঁচুতে নীল আকাশ ভেদ ক'রে উঠেছে প্রাসাদ চূডাগুলি। আব সেই চূডায আজ কাস্তে হাতুডি বুকে নিযে উডছে সর্ব্ব-হারাব পতাকা, লাল নিশান, যেখানে একদিন উডত অত্যাচারী জাবেব জুলুমের নিশান ঈগল পাখী খচিত ঝাণ্ডা। স্কোয্যারের আব একদিকে সেণ্ট বেসিলের গীর্জ্জাগুলি দাঁডিযে আছে অসংখ্য গম্বুজ মাথায নিযে। আর অন্যদিকে বয়েছে প্রকাণ্ড লাল গ্রানাইট পাথরের স্মৃতিসৌধ সর্ব্বহারা বিপ্লবের নেতা

লেনিনকে বুকে নিয়ে। ঠিক তারি পশ্চাতে, সৌধের দেওযালেব নীচেই রয়েছে বিপ্লবের সহীদ কম্যুনিষ্টদের দেহাবশেষ ও চিতাভস্ম। কেবল রাশিয়ার মৃত বিপ্লবীদেব নয়, বিদেশীদেরও আছে, যেমন আছে বিখ্যাত মাকিন সাংবাদিক জন রীডের দেহাবশেষ।

ক্রেমলিন আজ কেবল রাশিযাব নয সমগ্র বিশ্বের মুক্তির প্রতীক, সব জাতিব সব মানুষেব আশা আকাঙ্খা রযেছে তাব সাথে জড়ান। যখন ওর মাঝে ধ্বনিত হয গম্ভীর ঘণ্টাব ধ্বনি—সে ধ্বনি কেবল রাশিযার জনমানবের কাছে পবিচিত শোনায় না—শোনায সমগ্র জগতেব উৎপীড়িতেব কাছে—অতি আপনার নিজস্ব জিনিযের মত। এই ধ্বনি যখন বেতারেব সংযোগে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িযে পড়ে তখন হাজার হাজার লোক যারা শোনে তাদের কাছে এনে দেয জীবনের সর্ব্বময আশার বাণী। ছুনিয়াব আজ অনেক দেশে এই ধ্বনিটা শুনবার অধিকারও সাধারণের নাই, তাই সেখানকাব লোকে যখন শোনে, তারা দরজা জানালা বন্ধ ক'রে শোনে, পাছে কোন ছুষ্ট প্রতিবেশী তাদের এই আইন লঙ্ঘন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়ে তাদিকে কযেদখানা বা বন্দীনিবাসে পাঠাবাব ব্যবস্থা ক'রে। ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে মস্কো বেডিও শোনাও আইন নিষিদ্ধ, পাছে বলশেভিকবাদ ঐ সব দেশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই সমস্ত বিরোধী মতের পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের যদিও

ক্রেম ভরোশিলভ

বিরতি নাই তবু আজকের এই সকালে রোদেভরা রেড্-স্কোয়্যারের সামনে সে সমস্তই যেন নিষ্প্রভ, পাণ্ডুর ও বিবর্ণ। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেনানী লাল ফৌজের আকস্মিক-বাহিণীগুলি এই ক্রেমলিনের সামনে আজ কুচকাওয়াজ ক'রবে। সূর্য্য কিরণে হাজার হাজার সঙ্গীন আর ইস্পাতের টুপীগুলি ঝলমল ক'রছে। লাল ফৌজের পল্টনরা এখন নিস্তব্ধ হ য়ে আছে। এখনও কুচকাওয়াজের সময় হয় নাই।

লেনিনের সমাধির উপরে হঠাৎ একটু নড়ন চড়ন দেখা গেল। ষ্টালিন মঞ্চের উপর আসন নিলেন। এইখানেই লাল ফৌজের অভিবাদন জানাবার স্থান। আজ লেনিনের স্থানে ষ্টালিন তাদের অভিবাদন গ্রহণ ক'রবেন। তাঁর সেই সদাহাস্য মুখে, সাধারণ বেশে, উঁচু টুপী আর উঁচু কলার ওয়ালা কোটটি-প'রে লাল ফৌজের সামনে এসে দাঁড়াবেন তাদের অভিবাদন নিতে। কিন্তু ঠিক এই মূহুর্ত্তটারজন্য সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে নাই।

সকলে প্রতীক্ষা ক'রছে আর একজনের জন্য। কে তিনি?

মলোটভ? না তিনি নন। প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক মন্ত্রী সদা গম্ভীর মলোটভও এই মুহূর্ত্তের লোক নয়। কালিনিন, যিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি, সুপ্রিম সোভিয়েটের সভাপতি, তিনিও আজকের এই মূহুর্ত্তের লোক নন। বুলগারিয়ান কম্যুনিষ্ট সহাস্যমুখ ডীমিট্রভ যিনি রাইখ-

ষ্টাগ অগ্নি সংযোগ মামলায দৃঢতাব সাথে জেনারেল গ্যোবিংএর চক্রান্ত বিফল ক'বে আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের সম্পাদক পদে আসীন হযেছেন তিনিও সে লোক নন।

এ বা কেওই নন। এঁবা সকলেই লাল গ্রানাইটেব মঞ্চের উপব নিজেব নিজেব জাযগায ব'সে আছেন। নিস্তব্ধ সৈনিক ও স্থিব জনতাব মতই তাঁবাও অপেক্ষা ক বে আছেন।

আজকেব প্রধান ব্যক্তি এখনও আসেন নাই। একটু পবেই আসবেন· ···। এইবাব তিনি আসছেন। কিন্তু কই তাব আসাব মধ্যে ত কোন সমাবোহ নেই। নুবেমবার্গে জার্ম্মাণ নাৎসী দল-সম্মেলনেব প্রধান ব্যক্তি যখন আসেন তখন তাঁব উপব বৈদ্যুতিক আলো প্রেক্ষণ কোবে তাঁব আগমনেব গুরুত্ব বাডান হয কিন্তু কই সে সব 'ত' এখানে দেখা গেল না।

কেবল ঘোডাব পাযেব শব্দ, একটী ঘোডার খুবেব শব্দ নিস্তব্ধতা ভেদ ক'বে প্রতিধ্বনি ক'বে গেল। সেই সাথে ভবোশিলভ দুর্গের পরীখান্তব থেকে নিচে স্কোয্যারের মধ্যে নেমে আসলেন—যেন এখনই একটা অশ্বারোহী সৈন্যের আক্রমন পবিচালনা ক'বছেন। তাঁব ঘোডা অত্যন্ত দ্রুত ধাবিত।

এইবার লাল সোভিযেটের লাল মার্শাল, দেশরক্ষা মন্ত্রী—ক্লেমেন্ট্ এফরেমোভিচ ভরোশিলভ, লাল ফৌজের কুচকাওয়াজ পরিচালনা আরম্ভ ক'বলেন।

ক্লেম ভরোশিলভ

অনেকের কাছে সংবাদ-পত্র এবং সংবাদ-চিত্র মারফতে মোটামুটী ভাবে ইউ, এস, এস, আরের এই মে-ডে বা মে-দিবস পরিচিত হ'যে উঠেছে। আমরা অনেকে জানি যে এই দিন রেড্ স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে অগনিত ট্যাঙ্ক দ্রুত চ'লতে থাকে দুর্ব্বার গতিতে—এক একটা ট্যাঙ্ক এত বড যে দেখে মনে হয যেন এক একটা যুদ্ধ জাহাজ চলেছে হামাগুডি দিযে। আমরা অনেকে জানি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে লেনিনের সমাধির সামনে দিযে চলে আদি অন্তহীন বাহিনীগুলি একের পর এক। পদাতিকরা চলে তাদের সর্ব্বদা প্রস্তুত রাইফেল ধ'রে, অশ্বারোহীরা চলে, মেশিনগান চলে আকাশভেদী চক্রঘর্ষণের শব্দ করতে করতে, গোলন্দাজ বাহিনী চলে, সব যেন সীমাহীন মানবের স্রোত, চলেছে—আর চলেছে। আমরা কেও কেও হযত ছবিতে দেখেছি মস্কোর আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে চ'লছে খুব নিচু দিযে লাল বিমান বাহিনী।

একদিনকার ভিখারী বালক, ছিন্নবস্ত্র রাখাল, খনির গোলাম, আজকের এই ভরোশিলভ্ নিশ্চয আজকের এই দিনের জন্য বিশেষ ক'রে একটু গর্ব্ব অনুভব করবেন বৈকি। বিশেষ, যখন জগতে তাঁর মত আর কেও জানে না যে এই সোভিযেটের শক্তি প্রদর্শনের পিছনে কতটা বাস্তবতা লুকিযে র'যেছে।

আজকের এইদিনে সোভিয়েট ইউনিযনের আরও অন্যান্য প্রধান প্রধান সহরে ঠিক এমনি বা কদাচ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে

লাল মার্শাল

সোভিয়েট-শক্তি-প্রদর্শন-কুচকাওয়াজ চ'লেছে। লেনিনগ্রাডে উরিট্স্কি স্কোয়্যারে উইন্টার প্রাসাদের সম্মুখে যে সমস্ত রক্ষীদল বল্টীক সাগর রক্ষায় নিযুক্ত, তারা কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে। শ্বেত রাশিয়ার রাজধানী মিন্স্ক ও উক্রাইনের রাজধানী কিয়েভে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিম সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কুচকাওয়াজ রত। আবার পূর্ব্বদিকে এসিয়ার সময় অনুযায়ী কয়েকঘণ্টা আগে ভ্লাডিভষ্টকে হ'য়েছে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের চক্ষুশূল সুদূর প্রাচ্য-বাহিনীর কুচকাওয়াজ।

দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কাল ধ'রে তাঁর দেশরক্ষা সচিবের পদে থাকা কালে ভরোশিলভ যে বিরাট শক্তিকে গ'ড়ে তুলেছেন তার এক অংশ মাত্রই এই মে দিবসের অভিবাদনে যোগদান ক'রে থাকে।

দীর্ঘ ১২ হাজার মাইল ব্যাপী স্থল-সীমান্ত ও তার দ্বিগুণ জল-সীমান্ত সম্পন্ন একটী রাষ্ট্র রক্ষায় তাঁর দায়িত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি ক'রতে পারি যখন দেখি তার একদিকে র'য়েছে যুদ্ধ-বিক্ষত মহাচীন আর একদিকে বলশেভিকবাদের চিরশত্রু রণউন্মত্ত নাৎসী জার্ম্মাণী।

আজ তাই লাল ফৌজের লাল মার্শাল ঐ সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাণ্ডা আর সঙ্গীনের সারির অতীত পারে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ক'রছেন। তিনি তাঁর অন্তরের দৃষ্টিতে দেখছেন তাঁরি

স্থষ্ট, বসতিহীন প্রান্তর, যার দূর্ব্বা-শ্যামল ঘাসের স্তবকের নীচে লুকান রযেছে কংক্রীটেব সুদৃঢ় দূর্গ। তিনি মানসচ'ক্ষে দেখছেন কৃষ্ণসাগবেব তীবের সীমান্ত দূর্গগুলি আব জাপ সমূদ্রেব সম্মুখে লুকিযে বাখা অলক্ষিত কামানগুলি। তিনি দেখছেন মধ্য এসিযার দূর্দ্ধর্ষ ঘোডসাওযার সৈন্যদেব মরু-অভিযান। তারা সেখানকার পাহাডেব উপর চ'ড়ে তাদেব দূরবীন নিযে মঙ্গোলিযাব দিকে চেযে দেখছে। তিনি দেখছেন তাঁব মানস চোখে শ্বেত পোষাক পবিহিত ক্যাবেলিযাব স্কী বাহিনীকে যাবা উত্তর মেরুতে বিদেশী আক্রমণকাবীদেব সাথে শক্তি পবীক্ষাব জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত হযে আছে—আসুক না তাবা যে যেদিক দিযে পাবে—সমুদ্র পথে মূমার্স্ক্, আবকেঞ্জেল দিযেই হ'ক আর ফীনল্যাণ্ডের বনানীর অভ্যন্তব থেকেই হোক। লালফৌজ তাদেব জন্য তৈবি আছে সদাসর্ব্বদা। শেষ বক্তবিন্দু দিযে তারা ইউনিযন অফ্ সোভিযেট ও সোস্যালিষ্ট গণতন্ত্রকে বক্ষা ক ববে।

ঠিক এই ফৌজেব জন্যই ১৯৩৬ সালে হিটলাব লর্ড লণ্ডন ডেবীকে ব'লেছিল, "হ্যাঁ, একটা প্রথমশ্রেণীর ফৌজ বটে।" আব এই লাল ফৌজই আজকেব বিশ্ব-যুদ্ধেব কি পবিণতি হবে তাব শেষ কথা ব'লে দেবে।

ক্রেম ভবোশিলভ এই ফৌজেব কেবল সামবিক অধিনাযক নন তিনি সোভিযেট বাষ্ট্রেব প্রধান সমব-সচীবও বটে। আর

তিনি সেই কযজন সোভিযেট রাষ্ট্রনেতাদেব অন্যতম যাঁবা সঙ্কটকালে এই ফৌজেব শক্তি কোন্ দিকে পরিচালিত হবে তা নির্দ্ধাবণ করে থাকেন।

অন্যদিকে তিনি শুধু সৈনিকদেব নেতাই নন তিনি রাষ্ট্র নাযকও বটে। রাষ্ট্রনাযক হিসাবে ষ্টালিনেব পর যাঁদের স্থান, তিনি তাঁদেব অন্যতম। এইখানেই অন্যান্য দেশেব সেনানাযকদের সাথে ভরোশিলভেব প্রভেদ।

সংক্ষেপে ব'লতে গেলে বর্ত্তমান জগতে ব্যক্তি-হিসাবে যাঁদেব হাতে জগতেব ভবিষ্যৎ নির্দ্ধাবণের ভার র'যেছে তিনি তাঁদেব অন্যতম।

তবুও আশ্চর্য্যেব বিষয এই যে, বর্ত্তমান সোভিযেট জার্ম্মান যুদ্ধ আবস্ত হওযার আগে আমাদেব দেশের বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি এই লোকটীর নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই।

——

খনির মজুর

আজ থেকে ষাট বছব আগে—১৮৮১ সালেব ৪ঠা ফেব্রুযাবী তাবিখে ক্লেম ভবোশিলভেব জন্ম। তাঁব বাবা ছিলেন মজুর। কলিযাবিব মজুর, বেলওয়েব ফটকওযালা ইত্যাদি নানান বকম কাজ ক'বে তিনি জীবিকা নির্ব্বাহ ক'বতেন। তাঁব মাও চাকুবিব দ্বাবা জীবিকা অর্জ্জন ক'বতেন। ডনন‌দীব একটা উপনদীব তীরে ভবোশিলভেব শৈশব কেটেছিল। বৃহত্তম কযলার খনি, বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য শক্তি কেন্দ্র ও নানান প্রকাবের বৃহৎ শিল্প ব্যবস্থায এই স্থান সমৃদ্ধ। এই বিস্তৃত অঞ্চলেব এক অংশ, উক্রাইনেব উপব হিটলাবেব লুব্ধ দৃষ্টি আজ মহাসমবেব নূতন অধ্যাযেব সৃষ্টি ক'বেছে, কারণ উক্রাইন জগতেব শস্য-শ্যামল স্থানেব অন্যতম, আবাব এখানেই প্রচুব খনিজ পদার্থ ও ক্রমবর্দ্ধমান বৃহৎ শিল্পের সংমিশ্রণ হ'যেছে।

উক্রাইনের সমস্ত কিছুই ভরোশিলভেব নখদর্পণে। তিনি জানেন উইক্রাইন বক্ষাব প্রযোজন কি এবং রক্ষা করার জন্যই বা প্রযোজন কি?

ভবোশিলভ উক্রাইনের খাদে, মাঠে, কাবখানায দিনের পর দিন কাটিযেছেন—ছোট থেকে হ যেছেন বড, উক্রাইনের

শিল্প-সমৃদ্ধির সাথে সাথে। বড় হ'যে তিনি এরই বন্ধুর ভূমির উপর দিয়ে শিশু-সোভিয়েটকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম ক'রেছেন। উত্তর থেকে দক্ষিণ আর পূব থেকে পশ্চিমে চালিয়েছেন তাঁর সৈনিক ঘোড়-সাওয়ারদের।

যখন তিনি প্রথম চক্ষু মেলে চেয়েছেন তখন ডন্-বাস ছিল দ্রুত-বর্দ্ধমান শিল্পের কেন্দ্র। বিদেশী ধনিকের ধনে তখন রাশিয়ার এতদঅঞ্চলে চ'লেছে আধুনিক শিল্প-প্রসার।

জীবনে প্রথম যে অর্থটুকু ভরোশিলভ নিজে রোজগার ক'রেছিলেন সে অর্থ ছিল ভিক্ষার্জ্জিত। তখনকার রাশিয়ায় ভিক্ষাকরাটা একটা তেমন ঘৃণ্য ব্যাপার ছিল না। বড় বড় ধনীলোকেরা সেকালে ভিক্ষা দিয়ে পূণ্যার্জ্জন ক'রতেন। কাজেই তাঁরা যাতে পূণ্যার্জ্জন ক'রতে পারেন সেজন্য ভিখারী-জিনিষটা তখনকার কালে প্রয়োজনীয় ব'লে ধরা হ'ত। ভিখারী না থাকলে ভিক্ষা দেবেন কাকে, আর ভিক্ষা না দিলে পূণ্য হবে কোথা থেকে? মাত্র সাত বছর যখন তাঁর বয়স তখন ভরোশিলভ নিজের খোরাকী রোজগার ক'রতে আরম্ভ করেন, প্রথমে খনিতে মাত্র দুআনা পরিমাণ বেতনে। তারপর কিছুদিন খনিতেই বাতিধরার কাজ ক'রতেন। ছোটছেলের মন, খনির কাজ ভাল লাগেনা,—আলো-বাতাসের মুখ দেখতে চায়। তাই ভরোশিলভ খনি ছেড়ে একটী কৃষকের খামারে কাজ নিলেন। সেখানে কিছুদিন কাজ করার

পর এক স্থানীয় জমিদারের বাড়ী রাখালের কাজ জুটল। যাহোক রাখালের কাজ তবু অনেক ভাল, মাঝে মাঝে গরু ছেড়ে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে একটু জিরনো যায়—অনেক জিনিষ ভাবতেও পারা যায়। তাই ভরোশিলভ কেবল ভাবতেন "কেমন ক'রে লেখা পড়াটা শিখতে পারি।" আর রোজগারের পয়সা জমিয়ে জমিয়ে রাখতেন কারণ লেখা-পড়া তিনি শিখবেনই—এ তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প।

যখন তাঁর তের বছর বয়স তখন প্রাথমিক পাঠশালায় ঢুকবার এক সুযোগ জুটে গেল। ছ'বছরের জমা করা রোজগার নিয়ে তিনি ঢুকলেন পাঠশালায়।

মাত্র বছর দুই তাঁর পাঠশালায় থাকার মেয়াদ। কিন্তু ভরোশিলভ জানতেন তাঁর কি দরকার। একবার তিনি যদি লিখতে প'ড়তে পারেন তারপর তিনি নিজে তাঁর কাজ ক'রে নেবেন। তাই কোন রকমে লিখতে আর প'ড়তে শিখে আবার পেটের ধান্দায় চল্লেন।

পাঠশালা ছেড়ে ভরোশিলভ এলেন "লুগানস্কের" ধাতুর কারখানায়। সেখানে তিনি তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগলেন এবং শীঘ্রই কপিকলের ইঞ্জিনিয়ারের কাজ পেলেন। তখন থেকেই তিনি পরিচয় দিতে লাগলেন যে, তাঁর দৃঢ়তার সাথে কাজে লেগে থাকার প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল।

কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তার পবিচয অন্যদিকেও দিতে লাগলেন। যদিও এদিকে তাঁর প্রতিভার বিকাশটা কাবখানার মালিকদের মোটেই ভাল লাগত না। তিনি ভীষণ ভাবে পডাশুনা আবম্ভ ক'রলেন—আর তাঁর পডার প্রিযবস্তু হ'যে উঠল যত বেআইনী পুস্তিকা, যার আগাগোডা বিপ্লবী রাজনীতিতে ভরা থাকত। কিন্তু তার চেযেও সাংঘাতিক কথা, তিনি আবার তাঁব সহকর্ম্মিদেব মধ্যে ঐগুলি বিলি ক'রতেন এবং তাদের সাথে ঐগুলিরই উপর ভিত্তি ক'রে অবিশ্রান্ত আলোচনা চালাতেন।

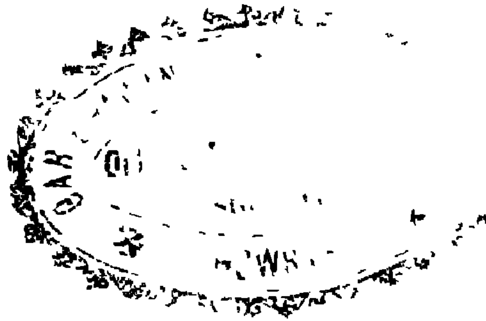
ভরোশিলভের জীবনে মতবাদ এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাব প্রযোগ কখনও খুব দূবে থাকে নাই।

"কার্য্যতঃ প্রযোগহীন মতবাদ হ'ল বন্ধ্য আর মতবাদ-হীন কর্ম্ম হ'ল অন্ধ" কম্যুনিষ্টদেব মধ্যে অতি প্রচলিত এই কথাটা তখনও যদিও ক্লেমের কানে পৌঁছায নাই, কিন্তু যদি পৌছ ত তিনি তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন ক'রতেন। কারণ তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই কথার মূল্য দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যক্ষ ক'রতেন। বেআইনী কাগজপত্রে যে সব মতবাদ পডতেন প্রতিনিযত সেগুলিকে তিনি কাজে পরিণত করার চেষ্টা ক'রতেন।

তাঁর চেষ্টার ফল হ'ল। ১৮৯৯ সালে লুগান্স্কে প্রথম ধর্ম্মঘট হ'ল। ভরোশিলভ ধর্ম্মঘট পরিচালনা ক'বলেন,

তাঁর জীবনে এই প্রথম ধর্ম্মঘট। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর।

ঐ বছরেই আরও একটি ধর্ম্মঘট পরিচালনা ক'রে আংশিক সফলতা পাওয়া গেল। কিন্তু পুরষ্কারস্বরূপ তিনি আর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পাবলেন না, গোয়েন্দা-পুলীশের নজরে প'ড়তে হ'ল। কাজেই লুগানস্ক ছাড়তে বাধ্য হ'লেন। পরবর্ত্তী তিন বছর কাল তিনি লুগানস্ক ছেড়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এই সময় তাঁর বিপ্লবী-জীবন পুরাপুরি ভাবে আরম্ভ হয়।



অগ্নি-দীক্ষা

যে তিন বছর ভরোশিলভ তাঁর পলাতক জীবন অতিবাহিত ক'রছিলেন, ১৯০০ থেকে ১৯০৩ সাল পর্য্যন্ত, এই তিন বছরে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ভীষণ আলোড়ন চ'লছিল। এই সময় রাশিয়ায় অর্থসঙ্কট বিশেষভাবে আঘাত করে। শুধু উক্রাইনেই কমপক্ষে ৩,০০০ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে মজুর-ছাঁটাই ও মজুরী-ছাঁটাই অবাধে চ'লতে থাকে। মজুররা এর প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করল, প্রথম প্রথম হরতাল ও অর্থ নৈতিক ধর্ম্মঘট ক'রে। কিন্তু শীঘ্রই রাজনৈতিক দাবীও আরম্ভ হল। শত শত লোক গ্রেপ্তার হ'তে লাগল। ছাত্রদের মধ্যেও ভীষণ অসন্তোষ দেখা দিল। গভর্ণমেণ্ট ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করতে লাগলেন, শত শত ছাত্রদের বন্দী ক'রতে লাগলেন এবং অনেককে সৈন্যদলে যোগ দিতে বাধ্য ক'রলেন। ফলে ৩০,০০০ হাজার ছাত্র ও শিক্ষকদের সাধারণ-ধর্ম্মঘট আরম্ভ হল।

এদিকে দমন-নীতি হ'ল আরও প্রবল। চারিদিকে ধরপাকড় অসম্ভব বেড়ে গেল। কিন্তু তবুও এসময়ে ক্ষমতা থাকলে পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে থাকা যেতে পারত—আর ভরোশিলভের সে ক্ষমতা ছিল। তিনি কখনও প্লাকভ

কখনো ভলোদকা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে নিজেকে চালাতে লাগলেন।

কিছুকাল এমনিভাবে কাটানোর পর ভরোশিলভ এখন লুগ্যান্স্ক-এ প্রত্যাবর্ত্তন করা অনেকখানি নিরাপদ ভাবলেন। তাই তিন বছর পরে মেসার্স হার্টম্যানের কারখানার বিজলী বিভাগে একটি চাকরি নিয়ে তিনি লুগান্স্কে ফিরলেন। ইতিমধ্যে তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বেড়েছে প্রচুর—যদিও বয়স তাঁর তখন ২২ বছর মাত্র, তবুও লোকে তাঁর কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতে আরম্ভ ক'রেছে।

এই ১৯০৩ সালেই ভরোশিলভ রাশিয়ার তদানিন্তন সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী দল সোস্যাল ডেমক্র্যাটিক পার্টিতে যোগদান করেন। এই পার্টিই পরে ভেঙ্গেচুরে লেনিনের হাতে বলশেভিক ও আরও পরে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে পরিণত হয়। ভরোশিলভ লুগানস্ক ফিরতেই সেখানকার শ্রমিকরা তাদের স্থানীয় কমিটির সভাপতিপদে তাঁকে নিযুক্ত করে দিল।

এই সময়ে ভরোশিলভ রাজনীতিতে তাঁর নিজস্ব অবদানের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন।

ভরোশিলভ এইখানেই প্রথম সশস্ত্র প্রতিবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রতে পারেন। ২০ বছর পরে যেমন তিনি আধুনিক জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর নির্ম্মাণ-কারীরূপে নিজের পরিচয় দেন তেমনি এইখানে তিনি

শ্রমিকদের রক্ষী বাহিনী সংগঠনকারীরূপে নিজের পরিচয় দেন।

এই সময় যখনই কোন শ্রমিকদের সভা ইত্যাদি হ'ত তখনই "কসাক্" সৈনিকদের দ্বারা সভা ভেঙ্গে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকত খুব বেশী। কসাকদের বুট আর চাবুকে ভরোশিলভ এবং তাঁর বন্ধুরা সকলেই অস্থির হ'য়ে উঠলেন। শেষে তাঁরা ঠিক ক'রলেন যে, কসাকদিকে সশস্ত্র উপায়ে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। শ্রমিকরা ছোট-ছোট দল গঠন ক'রে বিদেশ থেকে আমদানি করা রিভল্‌ভারের দ্বারা নিজেদের সজ্জিত করতে লাগল এবং পুলিশ তাদিকে আক্রমণ করলে তারাও প্রবল বেগে প্রতিআক্রমণ ক'রতে লাগল। এইভাবে তারা পুলিশের আক্রমণ থেকে সভাস্থ সমবেত জনতাকে রক্ষা ক'রে তাদিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করত। আবার সময় সময় পুলিশের হাত থেকে নিজেদের ধৃত বন্ধুদের ছাড়িয়েও আনত।

কিন্তু তাঁর এই ছোট দলটিকে ভালভাবে অস্ত্রসজ্জিত করা ভরোশিলভের পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। তবু ভরোশিলভ ছাড়বার পাত্র নন। তিনি মেয়েদের পোষাকের বাক্সের ভিতর লুকিয়ে ফিনল্যাণ্ড থেকে রিভলভার আমদানি ক'রতে লাগলেন। বোমা তৈরী করা বা যোগাড় করা অবশ্য অনেকটা সোজা—তাও হ'তে লাগল। ওদিক থেকে

যারা ডিনেমাইটের কারখানায় কাজ ক'রত তারা ডিনেমাইটের যোগাড় ক'রল। এমনকি সময় বুঝে ব্যবহারের জন্য দু' একটা মেশিনগানেরও ব্যবস্থা হ'ল। ভরোশিলভ অতি ছোটখাট অস্ত্রকেও অকেজো বলে ফেলে দেবার লোক নন। কথিত আছে, পকেটে বালি ভর্ত্তি রেখে সময় বুঝে বিপক্ষের চোখে ছুড়ে দেওয়ার কৌশল তিনিই প্রচলন করেছিলেন। এই অভিনব "টিযার গ্যাস" বা "কাঁদুনে গ্যাস" সময সময় আশ্চর্য্যরকম ফল দিত। এই প্রকার নানান উপাযে ভরো-শিলভ তাঁর ছোট দলটিকে বেশ একটা সুসংগঠিত দলে তৈরী ক'রে সংগ্রামশীল ক রে তুলতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে পুলিশ তাঁকে একবার ধ'রে ফেলে এমন মার দিল যে তিনি অজ্ঞান হ'যে প'ড়লেন। কিন্তু সারা জেলায় সাধারণ ধর্ম্মঘটের ভযে পুলিশ শেষে তাঁকে ছেড়ে দিল। ছোট্ট এই ব্যাপারটা থেকেই দেখা যায জাগ্রত জনগণের শক্তি কোন্‌খানে এবং কর্ত্তৃপক্ষেরই বা দুর্ব্বলতা কোথায়। পুলিশ ভরোশিলভকে বন্দী ক'রল বটে, কিন্তু তাঁকে সেখানে রাখতে পারল না—ভরোশিলভকে সেখানে রাখলে যে অবস্থার সৃষ্টি হ'ত, তার সম্মুখীন হ'তে তাদের সাহসে কুলাল না। এই লুগান্‌স্কে থাকতে ভরোশিলভের আর একটা বিষয়ে জ্ঞান হ'ল—সে জ্ঞান তাঁর সৈনিক জীবনের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ভরোশিলভ এই সময় প্রথম উপলব্ধি করেন যে,

সৈন্যদের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা এবং রাজনৈতিক ঘটনা সমূহ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা কত বেশী প্রয়োজন। তাঁকে নানান ধরণের লোক নিয়ে কাজ ক'রতে হ'ত। এদের মধ্যে কাজ ক'রতে ক'রতে তিনি দেখতে পান যে, যে-সব সৈনিকদের মধ্যে লেনিনের শিক্ষা মজ্জাগত হয়েছে, তাদের শৃঙ্খলারক্ষাব জন্য তাঁকে মোটেই চিন্তা ক'রতে হ'ত না। তারা ঠিক সময়ের ঠিক কাজটা আগে থেকেই আন্দাজ ক'রতে পারত, অথচ আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কাজে নামত না। অন্যদিকে যাদেব রাজনৈতিক জ্ঞান অল্প ছিল তারা সব সময় গণ্ডগোল পাকাত।'

১৯৩৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির অধিবেশনে তিনি ফৌজেব রাজনৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে বলেন, "শান্তির সময় লাল ফৌজ হ'ল একটা বিরাট পাঠাগার। হাজার হাজার লোক এখানে এসে কেবল তাদের নিজস্ব বিষয় সম্বন্ধেই শিক্ষালাভ করে না, কেমন ক বে শত্রুকে ধ্বংস ক'বতে হবে শুধু সেইটুকুর জ্ঞানই তারা পায় না, তাদের সবচেয়ে বড অধিনায়ক থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদ্রতম সৈনিক পর্য্যন্ত সব সময় রাজনৈতিক জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টায় নিযুক্ত, সব সময়েই তারা মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদেব সূত্রগুলি মজ্জাগত করার জন্য সচেষ্ট।"

তিনি বলেন, "বিদেশী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সৈন্যদের

জন্য রাজনীতি-চর্চ্চা নিষিদ্ধ কিন্তু আমাদের সৈন্যের আসল শক্তিই হ'ল তার রাজনৈতিক জ্ঞান।"

ভরোশিলভ বরাবব এইরূপ মতবাদ নিয়েই কাজ ক'রে এসেছেন। আর তাঁর এই মতের প্রয়োগ আরম্ভ হ'যেছে লুগান্স্কের রাস্তায, পার্কে, পুলিশের সাথে ছোট-খাট লডাইয়ের মধ্যে।

কিন্তু কিছুদিনেব মধ্যেই এই ছোট ফৌজের ভাগ্যে সত্যিকাব একটা লডাইযের সুযোগ এসে প'ডল।

১৯০৪ সালে বাকুতে পেট্রলেব শ্রমিবদেব এক বিরাট সাফল্যমণ্ডিত ধর্ম্মধট হ'যে গেল। ১৯০৫-এর ৩রা জানুয়ারী সেণ্টপিটার্সবার্গে (এখন লেনিনগ্রাড) ধর্ম্মঘট আরম্ভ হ'ল। তাবপব একবছব ধ'রে, একদিকে রুশ-জাপ যুদ্ধে বিপর্য্যয় ও অন্যদিকে অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে জীর্ণ জাবতন্ত্র প্রতিদিন ধ্বংসেব মুখে কাটাতে লাগল। "রক্তাক্ত ববিবাবে" জারের প্রাসাদের সামনে নিরস্ত্র, বুভূক্ষু, সাহায্যপ্রার্থী জনতার উপব জারের বক্ষীদল গুলি চালিযে ৩০০০ লোককে আহত ও নিহত ক'রল। ওদিকে কৃষ্ণসাগরে যুদ্ধ-জাহাজ পোটেম্‌কিনের নাবিকরা বিদ্রোহ ক'বে জাহাজ নিযে রুমানিয়ায পাডি দিল। চারিদিকে শ্রমিক ধর্ম্মঘট, কৃষকদের উত্থান, সিপাহী-বিদ্রোহ আব রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র লডাই দৈনন্দিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল। ভরোশিলভ এই বৎসরে তাঁর কর্ম্মক্ষমতার প্রকৃত

পরিচয় দিলেন। দিনের পর দিন লেনিনের বিদেশ থেকে সম্পাদিত সংবাদপত্র "ইস্ক্রা" বা "স্ফুলিঙ্গ" তিনি শুধু প'ড়ে আসেননি, তাঁর কমরেডদের পড়িয়েছেন ও বুঝিয়েছেন। লেনিন এই ইস্ক্রায় লিখেছেন, "শ্রমিকের পার্টি অবসর সময়ের কাজ করা বিপ্লবীদের দিয়ে চ'লতে পারে না, বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল অথচ বিপ্লব সম্বন্ধে ধারণা যাঁদের অস্পষ্ট এমন কর্ম্মি দিয়েও বিপ্লব আসতে পারে না—আর বিপ্লব আপনাহ'তেও হয়ে যাবে না, তার জন্য সুসংবদ্ধ, নিয়ত কর্ম্ম-নিযুক্ত, মার্কস্‌বাদের মতবাদের সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ কর্ম্মিদের নিয়ে গঠিত পার্টির প্রয়োজন। কেবলমাত্র এই রকম পার্টির দ্বারাই বিপ্লব সম্ভব হ'তে পারে।" ভরোশিলভ লেনিনের এই সব লেখা পড়তেন আর তাঁর বন্ধুদের পড়াতেন।

লুগানস্কের বোটানিক্যাল গার্ডেনে যখন প্রেমিক প্রেমি-কারা অবসর বিনোদনের জন্য বেড়াতে যেত, সেই সময় ঝোপ-ঝাপের মধ্যে ভরোশিলভ লেনিনের লেখাকে তাঁর কর্ম্মস্থলে কাজে পরিণত করার জন্য কর্ম্মিদিকে তৈরি ক'রতেন। তাই যখন ১৯০৫ সাল এল, তার আগে থেকেই ভরোশিলভ জানতেন তাঁর কর্ত্তব্য কি এবং বিপ্লবের জন্য কি করতে হবে। বিপ্লব যে ভাববিলাসী য্যানার্কিষ্ট বা চেয়ারে ব'সে ব'সে থিওরি আওড়াতে আর বকর বকর করতে অভ্যস্ত সোস্যালিষ্টদের মুখের কথায় হবে না, একথা তাঁর চেয়ে কেউ বেশী জানত না।

তাই ভরে'শিলভ তাঁর অঞ্চলের শ্রমিকদেব প্রস্তুত করার চেষ্টার ক্রটী কবেন নাই। ভরোশিলভেব নেতৃত্বে লুগানস্কের মজুবরা ১৯০৫ সালে, পেট্রোগ্রাড ও মস্কো প্রভৃতি সহবের মজুবদের মত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কযেকবাব বিশেষ বীরত্বেব সঙ্গে সংগ্রাম চালায়। কিন্তু সমগ্র রাশিযা তখনও প্রস্তুত ছিল না। তাই শেষ পর্যান্ত ১৯০৫ সালেব বিদ্রোহে কোনপ্রকারে জাবতন্ত্র কাটিযে উঠল। জারতন্ত্র যদিও কিছু কিছু দাবী মেটাতে বাধ্য হযেছিল, তবুও বিপ্লব তাবা সামযিকভাবে দমন ক'বতে সক্ষম হ'ল। একমাত্র লেনিনেব পার্টি ছাড়া তখন আর কাবও বিপ্লব সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিলনা, অথচ তখনও লেনিনের পার্টির প্রভাব খুব বেশী বিস্তার লাভ ক'রতে পাবে নাই—বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে পার্টিব কাজ তখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

যাইহোক, ১৯০৫ সালের পর লেনিনের দল আবার সংগঠনে মন দিলেন। লেনিন ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয নিলেন—অন্যান্য নেতাবা পশ্চিম ইউরোপে আশ্রয নিলেন। আর লুগানস্কে এক যুবক গোলা-বারুদ, বন্দুক, রিভলভার সব স্থানান্তরিত ক'রে লুকিযে রাখার জন্য নিষ্ঠার সাথে ও শৃঙ্খলাব সাথে ব্যবস্থা করলেন। তিনি জানতেন একদিন আবার এই সমস্তই কাজে লাগবে।

কিন্তু তিনি তখন জানতেন না যে, একদিন লুগানস্কের নাম রাশিয়ার ম্যাপ থেকে উঠে যাবে আর সেই যায়গায় লেখা থাকবে—"ভরোশিলভগ্রাড"।

পলাতক

১৯০৬ সাল। স্টকহল্মে পার্টি সম্মেলন। সবসমেত ১১১ জন সোশ্যাল-ডেমক্রাটীক দলের সদস্য সেখানে সমবেত হ'যেছেন। যদিও এই সময বাশিয়ার সম্রাট জার, গণতন্ত্রেব ভেল্কি দেখাচ্ছিলেন তবুও পার্টি সম্মেলন রাশিয়ার মধ্যে ডাকা সম্ভব হয নাই, কারণ এক সঙ্গে সবাই ধরা পডলে মহা বিপদ হ'ত। ১১১ জন যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই প্রায যুবক। কিন্তু সকলে লেলিনের সমর্থক নন। জন পঞ্চাশেক মাত্র তাঁব সমর্থক। এই জন পঞ্চাশেকেব মধ্যে ছিলেন ভরোশিলভ। তাঁব জীবনেব মাত্র কযেকবার বিদেশ-যাত্রার মধ্যে এই স্টকহল্ম আগমন অন্যতম। সুইডেন দেশ খুব 'সুন্দর—আব তার এই রাজধানী ইউবোপের মনোমুগ্ধকর সহরের অন্যতম।

কিন্তু ভরোশিলভ শুধু সুন্দব সহব দেখতে আসেন নাই। তিনি এসেছেন পার্টিব কাজে—। তিনি ষ্টকহল্মে এসে দেখতে পেলেন পার্টির আসল লোক—লেলিনকে—যাঁর নির্দ্দেশ কাজে পরিণত ক রতে তিনি দৃঢ সঙ্কল্প।

লেনিনেব সঙ্গে ভবোশিলভ-এর এই প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি ডেনিস হুইট্‌লে লীপিবদ্ধ ক'বেছেন। ভরশিলভ বলেছেন "আমাব জীবনের সেদিনের ঘটনা আমার এখনও

পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে আছে। আমার কাছে লেনিনের সব কিছুই যেন মনে হচ্ছিল অনন্য সাধাবণ—তাঁর কথা বলার ধরণ, তাঁর সহজ অনবদ্য ভাব, সবের উপব তাঁব তীক্ষ্ণ, সর্ব্বভেদী, অন্তর উদঘাটনকাবী চোখ দুটো সম্পূর্ণ অনন্য সাধারণ মনে হচ্ছিল।”

১৯০৬ সালের এই সম্মেলনে লেনিন সাময়িকভাবে তাঁর বিপক্ষপাতি বন্ধুদেব হাতে পবাজিত হ'লেন। কিন্তু ভরোশিলভ দ্বিধাহীন চিত্তে লেনিনের সমর্থক রইলেন। শিল্পকেন্দ্র ও সহর থেকে আগত অধিকাংশ সদস্যই তাই ছিলেন। বিরুদ্ধতা এসেছিল ছোটখাট সহর ও পল্লী অঞ্চলেব সদস্যদের কাছ থেকে।

স্টকহল্ম সম্মেলনে আর একটী লোকেব সাথে ভরোশিলভের পরিচয় হয় এবং এর পর থেকে ক্রমে ক্রমে তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সাথে কাজ ক'রতে থাকেন। ষ্টালিনও স্টকহল্‌ম্ সম্মেলনে সমবেত ছিলেন। ভবোশিলভ এর বয়স তখন ২৫ বছব, ষ্টালিনের ২৭ আব লেনিন সেই মাসেই ৩৬ সে পা দিয়েছেন। এই সমস্ত চল্লিশ বছবের কম বযস্ক সব যুবকবা জগতেব এক প্রধান সমস্যার সমাধান ক'বতে সমবেত হ'যেছে এবং তাবা তা ক'ববেই, একথা সেদিনকার পক্ককেশ রাজনীতিক বা অতিজ্ঞাণী সংবাদ পত্রেব সম্পাদকদিকে ব লতে গেলে তারা হেসেই উড়িয়ে দিত কিন্তু বাস্তব ঘটনায দেখা

যাচ্ছে প্রায ১০ বছরের মধ্যে তারা পৃথিবীর ছয ভাগের এক ভাগে মজুর কৃষকেব স্বাধীনতা এনেছে এবং আর বাকি অংশের মজুর কৃষকের ভবিষ্যতের উপরও তাদের অনন্য সাধারণ প্রভাব বিদ্যমান।

স্টকহল্মের পবাজযের পব এক বছব কেটে গেল। ১৯০৭-এ লণ্ডনে আবার সম্মেলন ব'সল। মে মাসের বৌদ্রজ্বল লণ্ডন, পার্কে পার্কে, গাছে গাছে, নতুন সবুজের অভিযান আবম্ভ হ'য়েছে। লেনিন তাঁব বন্ধুদের নিযে সমস্ত দেখিযে বেড়াচ্ছেন। বৃটীশ মিউজিয়ম্, যেখানে একদিন কার্লমার্কস্ ব'সে ব'সে লিখেছেন তাঁর "ড্যাস ক্যাপিটাল" লেনিন মহোৎসাহে বন্ধুদের দেখাচ্ছেন সেই জাযগা। তিনি নিজেও সেখানে "রিচটার" নামে পরিচয় দিয়ে ব'সে ব সে কাজ করেন এখবরও দিচ্ছেন বন্ধুদেব।

কিন্তু লেনিন কর্ম্মক্ষেত্র থেকে আগত বন্ধুদেব কাছে স্থানীয খবর জানতে ভালবাসতেন। তাঁদিকে প্রশ্ন ক'রতে ও চুপ ক'রে ব'সে ব'সে তাঁদের বিবরণ শুনতে তাঁর ভাল লাগত। ভরোশিলভ তাঁর নিজের অঞ্চলের বেশ আশাপূর্ণ বিবরণ দিতে সক্ষম হ'লেন।

জার নিজের তৈরি মাকাল ফল, ডুমা (বা পরিশদ)কে যেটুকু কাজ ক'রতে দিযেছিলেন তার মধ্যে একটা হ'ল শ্রমিকদের ইউনিয়ন বা সংঘ গড়বার অধিকাব দান। এই

অধিকার পাওয়া মাত্র ভরোশিলভ তাঁর হার্টম্যানের কারখানার সহকর্ম্মি শ্রমিক বন্ধুদের নিয়ে ইউনিয়ন সংগঠন ক'রলেন। তিনি হ'লেন সেই ইউনিয়নের সভাপতি এবং তার সভ্য সংখ্যা অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক হাজার হ'য়ে গেল। তাঁর "লড়ায়ের দল" সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সংবাদ দিলেন যে এখন তার থেকে নতুন একটা বাহিনী গড়া হ'য়েছে। বেশীর ভাগ তাঁর হার্টম্যানের কারখানার বন্ধুদের নিয়ে গঠিত ৭০০ জনের এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছে "রেড্ গার্ড" বা "লাল রক্ষী'। সব মিলিয়ে ভরোশিলভকে ষ্টকহল্মের চেয়ে লণ্ডন সম্মেলন অনেক ভাল লেগেছিল। গত বারের চেয়ে সম্মেলন আরও অনেক বড় হয়েছিল আর তার চেয়েও বড় কথা ৩৩৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে বলশেভিকদের কার্য্যকরী সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ছিল। এখন লেনিন আগের চেয়ে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন। তাই ভরোশিলভ পার্টি সম্বন্ধে অনেকটা স্বস্তির ভাব নিয়ে দেশে ফিরলেন।

কিন্তু বেশীদিন তাঁকে পুলিশ তিষ্টতে দিলনা। তাঁর এই বার বার বিদেশে যাওয়া পুলিশের নজরে প'ড়লে তারা বুঝতে পারল ভরোশিলভ একজন নেহাত গোবেচারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্ম্মি-ই নন—তিনি আরও অনেক বিপদজনক। সুতরাং তাঁর গ্রেপ্তারের আদেশ হ'ল।

কয়েক সপ্তাহ ধ'রে তিনি এখানে ওখানে ফেরারী হ'য়ে

কাটালেন। জন-সাধারণও তাঁকে বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ সাহায্য ক'রতে লাগল। পুলীশ তখন সাধারণ লোকের মধ্যে গুপ্তচর বসাতে আরম্ভ ক'রল এবং অর্থের লোভ দেখিয়ে কিছু কিছু লোককে বস্ করতে লাগল। এই রকম একজন বিশ্বাসঘাতক লোক একদিন ভরোশিলভকে পুলিশে ধরিয়ে দিল। বিচারে ভরোশিলভের উপব তিন বছাবেব জন্য উত্তরে শ্বেত সাগবের তীবে আরকেঞ্জেল্ বন্দরে নজববন্দী থাকার আদেশ হ'ল। কিন্তু তিনি সেখানে বেশীদিন থাকলেন না। একজন অভিজ্ঞ বিপ্লবীর পক্ষে নজরবন্দী অবস্থা থেকে পালান এমন কিছু শক্ত কথা নয়। শক্ত হল পালিয়ে এসে পুলিশের নজর এড়িয়ে থাকা। তাই ভরোশিলভ আবকেঞ্জেল থেকে সরে এসে তখনকাব মত উক্রাইনে ফিরে যাওযাটা নিরাপদ মনে ক'রলেন না এবং সেইজন্য ক্যাসপিযান হ্রদের তীরে বিখ্যাত তৈল-ক্ষেত্র বাকু বন্দরে আশ্রয় নিলেন।

ডন্‌বাসের দিগন্তব্যাপী সমতল আব ক্যাসপীযন সাগরের তীরে ককেশাস্ পর্ব্বতের পাদদেশেব এই বন্দরের মধ্যে পার্থক্য অনেক। এখানে সমবেত হ'যেছে নানান জাতিব নানান লোক। জর্জিয়া, আর্মেনিযা, রাশিযা, পারশিযা, জার্ম্মাণ, কুর্দ, ইহুদী এই সমস্ত বিভিন্ন জাতিব বিভিন্ন ধবণের কযেক লাখ লোক এখানে এসে জুটেছে। কেও এসেছে ধনের উপর ধন বাড়াবার জন্যে আর কেও এসেছে কোনমতে তেলের

খনির মজুর হ'যে পেটের খাবার জোগাড় ক'রতে। কেবল একটী মাত্র জিনিষ তাদিকে একত্রিত ক'রে রেখেছে। সেটি হ'ল "তেল"।

তেলের জন্যই বাকুর জন্ম এবং তেলই তার জীবন। সে সময় বাকুতে ছোট বড় প্রায় ২৭০টী তেলের খনি কাজ ক'বছিল। এই রকম একটী বিভিন্ন জাতিব সম্মেলন ক্ষেত্রে পুলিশেব দৃষ্টি এড়িযে থাকা অনেকটা সহজ।

বাকু আবাব ষ্টালিনের দেশে। ষ্টালিনের বাড়ী হ'ল টীফলিস, ক্যাসপিযান হ্রদের বন্দর বাকু এবং কৃষ্ণ সাগরেব তীবে বাটুম বন্দবেব ঠিক মাঝ পথে। এই বাটুম থেকেই বাকুব তেল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বপ্তানীর জন্য জাহাজে তোলা হয়। ১৯১৭ সালেব বিপ্লবেব আগে ষ্টালিনের যা কিছু কাজ তাব অধিকাংশই এই তিনটী সহরেব মধ্যেই হ'যেছে।

ভবোশিলভ বাকুতে এসে ষ্টালিনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর নির্দ্দেশ মত কাজ ক'বতে আরম্ভ ক'রলেন। ষ্টালিনেব কাছে তিনি অনেক বিষযে নূতন জ্ঞান পেলেন।

সোভিযেট রাষ্ট্রেব বাজনীতিব ক্রমোন্নতির মধ্যে ষ্টালিনের সব চেযে বড় নিজস্ব দান হ'ল তাঁর রাষ্ট্রেব অন্তর্গত বিভিন্ন জাতিব জাতীয সমস্যা বোঝবার ও তার সমাধান করার অদ্ভুত দক্ষতা। তখনকার রাশিযায এই সমস্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেব মতই তীব্র ছিল। ষ্টালিনেব কাছ থেকে

ভরোশিলভ এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ কবলেন। বিদেশে সম্মেলনাদিতে ট্রট্স্কি প্রমুখ নেতারা যে সব ভুযা, হাওয়াই আন্তর্জাতিকতার বুজরুকি ঝাড়তেন সে সব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেযে সেগুলিব গলদ কোথায প্রত্যক্ষ বুঝতে পারলেন।

ষ্টালিনই একথা বলেছিলেন যে, যদি কোনও দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতিটা হয সমাজতান্ত্রিক, তাহ'লে সে দেশের লোকের পক্ষে নিজস্ব জাতীয ভাষা, সাহিত্য, আচার, রীতি, গান, নাচ, খেলা ধূলা সম্বন্ধে গৌবব বোধ করাব মধ্যে কোন ক্ষতি নেই যদি অবশ্য সে সব আচাব ব্যবহার-গুলর মধ্যে খারাপ কিছু না থাকে।

ভরোশিলভ জানতেন উক্রাইনেব নিজস্ব জাতীয ধারা আছে এবং সে ধারা রাশিযার অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন এবং উক্রাইনবাসিদেব মধ্যেও একটা জাতীয মনোভাব আছে। এখনও এই মনোভাব বর্ত্তমান এবং সোভিযেটের শত্রুরা মনে করে তারা এই মনোভাবকে অবাঞ্ছিত পথে চালিযে সোভিযেট থেকে উক্রাইনকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে পারবে। কিন্তু সে আশা ভুল। আজ সে রকম কোন পবিকল্পনাব বিরুদ্ধে এমন একটা লোক জীবিত আছেন, উক্রাইনে যাঁব জনপ্রিয়তার সমকক্ষ কেও নাই। ষ্টালিনের কাছেই ভরোশিলভ শিখেছেন যে, নিজের দেশের নিজস্ব ভাষায় কথা বলায বা তা নিয়ে গর্ব্ব করায বা তাঁর দেশের প্রধান সহর কীভের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করার

মধ্যে কোন দোষ নাই, কোন ভুল নাই—তবে কেও যদি একথা বলতে চায় যে, সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হ'যে উক্রাইনের কোন স্বাধীন সম্পর্কচ্যুত রাজনীতি বা অর্থ-নীতি থাকতে পারে, তাহ'লে তার বিরুদ্ধে লাগা অত্যন্ত প্রয়োজন—সে উক্রাইনের মিত্র নয়, সে শত্রু, সে উক্রাইনকে পঙ্গু ক'রে বিদেশী শাসকদের হাতে তুলে দিতে চায়। ষ্টালিনের এই শিক্ষা শুধু ভরোশিলভের মধ্যে নয়, আজ সমগ্র উক্রাইন-বাসীর মধ্যে দৃঢভাবে গেঁথে গেছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মান যান্ত্রিক-বাহিনীকে কিভাবে আজ উক্রাইন বাসীরা প্রতিহত ক'রছে। লাল ফৌজ অবস্থাবিপাকে প্রয়োজন বোধে পশ্চাদপসরণ ক'রলেও উক্রাইনের সাধারণ জনগণ গরিলা বাহিনী গ'ড়ে তুলে জার্ম্মান সৈন্যের পশ্চাতে তড়িত আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত ক'রছে। ষ্টালিনের বাণী তাদিকে আজ এমনভাবে অনুপ্রাণিত ক'রেছে যে, তারা নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘরদোর বাড়ী মাঠ এমন কি মাঠের ফসল পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধূলিসাৎ ক'রে দিচ্ছে জার্ম্মান সৈন্যকে বাধা দেবার জন্য।

কিন্তু এ জিনিষ একদিনে আসে নাই—অনেক দিনের অনেক সংগ্রামের পর এসেছে এবং ভরোশিলভ সে সংগ্রামের প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পান বাকুতে। ষ্টালিন ও ভরোশিলভ বাকুতে যদি এই জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে অগ্রসর না হতেন, তাহ'লে সেখানে কাজ

করা সম্ভব হ'ত না। কারণ আমরা আগেই বলেছি যে, বাকু ছিল এক নানান জাতির নানান সমাজের লোকের বাসস্থল। অয়েল্ ম্যাগনেট্ বা তেলের রাজারা—ইহুদী মজুর ও ক্রিশ্চিযান মজুব, আর্মেনিযান মজুব ও রাশিযান মজুব, মুসলমান ও রাশিযান মজুর এই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মজুরদের মধ্যে বিবাদ জিইযে রেখে তাদের আন্দোলন দমিযে রাখাব চেষ্টার ক্রুটী ক'রত না। কিন্তু তাদেব এই ষড়যন্ত্রেব বাধা হ'যে দাঁড়ালেন দুটী লোক, ভরোশিলভ এবং ষ্টালিন। ভৌগলিক অবস্থাব দিক থেকে দেখতে গেলে মধ্য ইউরোপ থেকে এতদূরে পারস্যের কাছাকাছি এই সহবটীর রাজনীতিতে অত্যন্ত পশ্চাদপদ হওযাব কথা। কিন্তু তা হ'তে পারে নাই। আমবা দেখেছি ১৯০৫ সালের বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দিযেছে ১৯০৪ সালেব ডিসেম্বরেব বাকুর শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট। এব পর থেকে বাকু ববাবরই সংগ্রামশীল শ্রমিকদের কার্য্যক্ষেত্র থেকেছে। ষ্টালিন ছিলেন এই সময তাদেব প্রধান পথপ্রদর্শক আব ভরোশিলভ তাঁর প্রধান সহচর। যখন ষ্টালিন গেছেন বিদেশে বা পুলিশের তাড়নায লু'কতে বাধ্য হ'য়েছেন বা নির্ব্বাসিত হ'যেছেন তখন তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুর উপব কাজের ভার দিযে গিযেছেন এবং ভবোশিলভ ও প্রকৃত বলশেভিকেব মত কাজকে এগিয়ে নিযেছেন। এই সময়কার জয় বিপর্য্যয়ের মধ্যেই পরস্পর পরস্পরকে দ্বিধাহীন

ভাবে বিশ্বাস ক'রতে ও পরস্পরের সাথে সহযোগীতা ক'রে কাজ ক'রতে শেখেন। তাঁদের বাকুর এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে সিভিল-ওয়াব বা অন্তর্বিপ্লবেব সময় এবং সোভিযেটের কর্ণধাররূপে সোভিয়েট পরিচালনার সময় অনেক সাহায্য করে।

জারের পতন

ইতিমধ্যে পশ্চিম ইউরোপে মহাযুদ্ধ ঘনীভূত হ'য়ে উঠছিল…। বলশেভিকবা অনেক আগে থেকে দেশবাসীকে ও শ্রমিক বন্ধুদিকে এই যুদ্ধেব অবশ্যম্ভাবিতা ও যুদ্ধেব সময়কার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রতে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই।

তাই যখন ১৯১৭ সালের অগাষ্ট মাস এল তখন সে যুদ্ধ বলশেভিকদেব কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে নাই।

মহাযুদ্ধ এল। ইউবোপেব যত সব ভূয়া সোস্যালিষ্টবা রাতারাতি মত পা'ল্টীযে যুদ্ধ সমর্থন কবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ ক'বলেন। কিন্তু লেনিন অষ্ট্রিযায গ্রেপ্তার হ'লেন। পবে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে গিযে আশ্রয নিতে অনুমতি দেওযা হ'ল। ষ্টালিন তখন সাইবেবিযায সহশ্রম নির্ব্বাসন ভোগ কবছেন। আর ভবোশিলভ নিয়ত জাল দলীল দস্তাবেদের সাহায্যে জারের সৈন্যদলে যোগ না দেওযার ব্যবস্থা ক'রছেন। শীঘ্রই তিনি গোলাবারুদেব কারখানায নিযুক্ত হ'লেন এবং সেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাবাব সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে লাগলেন।

ভরোশিলভ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ থেকে সরে থাকতে চান নাই আর নিছক শান্তিবাদীও ছিলেন না। বলশেভিকরা যুদ্ধের আগের থেকেই ব'লে দিয়েছে যুদ্ধে তারা

কি পথ গ্রহণ ক'রবে। তাবা ব'লে দিযেছে ধনতান্ত্রিক সমাজ বেঁচে থাকতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং সে যুদ্ধে শ্রমিক ও জনসাধাবণেব কোন স্বার্থ নাই। কাইজারে আর জারের লডাইযে মজুরেব কোন সুবিধা নাই—কেবল অত্যাচার আছে—তাই তাদেব উচিত হবে উভযকেই উৎখাত করা—সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অন্তর্যুদ্ধে পরিণত করা।

ভবোশিলভ তার পার্টির এই নির্দ্দেশ নিযে বাকু ত্যাগ ক'বলেন। কিন্তু লুগান্স্ক্ বা ডন্‌বাস তখনও তাঁব জন্য নিবাপদ নয ববং বেশী বিপদজনক। তাই তিনি বাকু থেকে প্রথমে ভল্গা নদীব তীরে জাববিতসিনে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু জাযগাটা তাঁকে বড একঘেযে মনে হ'ল। তাই সেখান থেকে গেলেন তিনি পেট্রোগ্রাডে। পেট্রোগ্রাডে এসে ভরোশিলভ গোলাবাকুদের কাবখানায ভর্ত্তি হ লেন। একদিকে সেখানে দৈনিক বাব ঘণ্টা কাজ করেন আব অন্যদিকে বাকী যেটুকু সময় পান তিনি পার্টির কাজে মন দেন। বলশেভিক পার্টিব প্রভাব এই সময জনসাধাবণের মধ্যে বিশেষ ভাবে বাডতে আরম্ভ কবে। মজুবরা ছোট খাট থেকে আবম্ভ ক রে বড বড সাধাবণ ধর্ম্মঘটেব মধ্য দিযে নিজেদিকে প্রস্তুত ক বতে থাকে। শেষে জাবতন্ত্রেব শেষ সহায—সৈন্যদের মধ্যেও বলশেভিকরা বিশেষ ভাবে কর্ম্মতৎপরতার সাথে কাজ ক'রতে থাকেন।

লাল মার্শাল

জারতন্ত্রের ফৌজদেব মধ্যে সাধারণ সৈনিকদের দুর-অবস্থার সীমা ছিল না। তারা অধিকাংশ বুভুক্ষু-কৃষকদের মধ্য থেকে পেটের দায়ে যুদ্ধ ক'রতে আসত। তাদিকে না দেওয়া হ'ত শিক্ষা, না দেওয়া হ'ত ভাল থাকাব ব্যবস্থা, না পেত তারা ভাল ব্যবহাব। কোথাও কোথাও সহরেব পার্কে লেখা থাকতে দেখা যেত "কুকুব ও সৈনিকদেব প্রবেশ নিষেধ।" অথচ যে সব অফিসাবরা তাদেবকে মৃত্যুর সামনে এগিযে দেওযার কাজ পরিচালনা ক'বত তারা সবই হ'ত বড ঘবেব সন্তান, তাবা মদ, মেযে আব স্ফূর্ত্তিব মধ্যে জীবন যাপন ক'বত। তাবা যদিও অনেক সময দুঃসাহসী হ'ত কিন্তু তাদেব কার্য্যদক্ষতাব বালাই ছিল না। গোটা ফৌজটাই এক বৃশৃঙ্খলাব মধ্যে পবিচালিত হ'ত। চাবিদিকে ঘুসখোব অফিসাব আর বদমাইস ঠিকাদাববা সাধারণ সৈনিকদিকে দুবা-বস্থাব চবমে ফেলত। বলশেভিকবা এই অবস্থাব সুযোগ নিতে মোটেই ত্রুটী ক'বে নাই। তাবা সৈনিকদের বুঝিযে দিল যে—"দেখ ওদেব স্বার্থ বক্ষা ক'বতে, তোমবা আজ কামানেব সামনে ম'রতে চলেছ অথচ ওবা আজ তোমাদেব কি অবস্থায বেখেছে। ওরা তোমাদিগকে জমিহীন ক'রেছে বলেই না তোমবা এখানে এসেছ ? তোমরা এদের হ'যে না ল'ডে এদেরই বিরুদ্ধে লড, এরাই হ'ল তোমাদেব আসল শত্রু।" বলশেভিকরা ধ্বনি তুললে "সৈনিকদের জন্য চাই শান্তি,

মজুরের জন্য চাই রুটী আর কৃষকের জন্য চাই জমি।" দলে দলে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকগণ বলশেভিকদের এই ধ্বনির পিছনে এসে দাঁড়াতে লাগল।

১৯১৭ সালেব গোড়াতেই জারতন্ত্রের অবস্থা টলমল হ'য়ে উঠেছিল। পূর্ব্ব সীমানায় রাশিযান মোহড়া সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে প'ড়ছিল। তখন জার্ম্মাণী যুদ্ধ ক'রছিল পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্স, বৃটেন ইত্যাদি মিত্রশক্তিদের সাথে এবং পূর্ব্ব-সীমান্তে রাশিযাব সাথে। রাশিয়া যদি হেরে যায় তা হ'লে পূর্ব্ব সীমান্ত থেকে জার্ম্মাণী সৈন্য সরিযে এনে পশ্চিমে ফেলবে এবং তাহলে সেই সমগ্র জার্ম্মাণ শক্তিকে মিত্র-শক্তিদেব পক্ষে ঠেকিযে রাখা সম্ভবপর হবে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ঠ সন্দেহ ছিল। তাই সে সময অনেকেই ভাবছিল যে, যদি রাশিযায পুরাতন ভূতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাব স্থানে উন্নততব কোন শাবণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয তা হলে বোধ হয যুদ্ধেব গতি পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর হবে। এই অবস্থায কেবল সাধারণ সৈনিকরা নয়, অফিসারগণ, সৈন্যধক্ষগণ, রাজনীতিকরা, এমনকি সম্রাটের বংশেব লোকেবা পর্য্যন্ত বিপ্লবেব সম্বন্ধে কথা কইছিল। ফ্রান্স ও বৃটীশ শাষক সম্প্রদাযও ভাবছিলেন যে জারের শাষণেব বদলে যদি পাশ্চাত্যের ধরণে একটা কার্য্যদক্ষ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হয তাহ'লে যুদ্ধ পরিচালনার দিক থেকে বোধকরি ভালই হবে। মোট কথা ১৯১৭ সালের গোড়াতেই বিপ্লব আজকালের

ব্যাপাব হ'যে উঠেছিল। ১৯১৭ সালেব মার্চ্চ মাসে জার দ্বিতীয নিকোলাসকে সিংহাসনচ্যুত করা হ'ল। এই হ ল বিপ্লবের প্রথম সংঘাত। যদিও এ সময়ও বিপ্লবের আসল শক্তি ছিলেন বলশেভিকরা কিন্তু সম্মুখে ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা, যাঁবা ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা জাবতন্ত্রেব বদলে নিজেদেব শাষণ প্রতিষ্ঠা ক'ববেন স্থির ক'বেছিলেন। জার বিতাডনেব পব এঁবা অস্থাযী গভর্ণমেণ্ট নাম নিযে শাষণভাব গ্রহণ ক'বলেন। শাষণভাব গ্রহণ ক'বে ধূবন্ধব ধনিকদেব মত তাঁবা চাইলেন জার্ম্মানিব সাথে সন্ধি না ক'বে যুদ্ধ চালাতে অথচ সৈন্যবা চেযেছে যুদ্ধ-বিবতি, শ্রমিকবা চেযেছে রুটী—আব কৃষকবা চেযেছে জমি, যুদ্ধ তাবা কেউই চায নাই।

ভবোশিলভ এবং তাঁর বন্ধুরা কেউই ধনিকদের এই চক্রান্ত মেনে নিতে রাজি নন—তাঁরা শ্রমিকদিকে অন্য কথা শিখিযেছেন। ভরোশিলভ নিজে গোলা-গুলিব কারখানার শ্রমিকদেব বার ক'বে এনে জারেব পতন সম্ভব ক'বেছেন। তিনি ইস্‌মাইলভস্কির রক্ষীদলেব সাথে মিশে গিযে তাদিকে জারের বিপক্ষে টেনে এনেছেন এবং সেই জন্যেই তারা সঙ্কট সময়ে শ্রমিকদের উপর গুলি ক'রে নাই। সে সব কি ধনিকদের হ'য়ে যুদ্ধ চালাবার জন্যে করা হ'যেছে? না। কখনই নয়। বিপ্লবকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে

হ'বে—থামলে চ'লবেনা—ধনিকদের ষড়যন্ত্র ভাঙ্গতেই হবে।

ইতিমধ্যে পেট্রোগ্রাডের সৈনিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধি-বর্গ জগতের শ্রমিকদের সম্বোধন ক'রে এক ঘোষণা প্রেরণ করেন, তাতে লেখা ছিল :—"জগতের শ্রমিক ভাইরা। মৃত ভ্রাতৃবর্গের শবদেহ আকীর্ণ দেশের উপর দিয়ে, নির্দোষ রক্ত ও অশ্রু প্রবাহের উপর দিয়ে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত পল্লী ও জনপদের উপর দিয়ে, কৃষ্টির ধ্বংস প্রায় মূল্যবান বস্তু সমূহের উপর দিয়ে আমরা আমাদের ভ্রাতৃত্বের হস্ত তোমাদের কাছে প্রসারিত ক'রছি। এস আবার, আমরা আন্তর্জাতিক একতা ফিরিয়ে আনি ও শক্তিশালী করি, কেবলমাত্র এরই মধ্যে ভবিষ্যতের সমস্ত জয়ের এবং মানবের সম্পূর্ণ মুক্তির আশ্বাস আছে। **দুনিয়ার শ্রমিক এক হও।**"

মার্চ্চ মাসের সমস্ত শোভাযাত্রা ও মিছিলের গোড়ায় যে সব লাল নিশান থাকত তাতে লেখা থাকত সাধারণতঃ তিনটী কথা :—

"জার ধ্বংস হোক" "যুদ্ধ ধ্বংস হোক" আর "আমরা রুটী চাই"। এই তিনটার মধ্যে জার 'ত' ধ্বংস হ'য়েছিলেন। কিন্তু "যুদ্ধ ধ্বংস হোক" এর বেলায় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট কথা কয় না তারা ত, উল্টে আরও জোরের সাথে যুদ্ধ চালাতে চায়। আর রুটীর বেলায় ত' কথাই নাই, অস্থায়ী

গভর্ণমেণ্ট রুটীর বদলে বুট আর বুলেটের ব্যবস্থার জন্য বেশী সচেষ্ট।

ভরোশিলভ বুঝলেন আসল বিপ্লবেব সূচনা এবার দেখা যাচ্ছে। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে ভাঙ্গতে হবে—যুদ্ধ বিরতি হ'তে হ'বে—জনসাধারণের মধ্যে আস্তে আস্তে এই ধাবণা পরিষ্কার হ'যে মনে গেঁথে গেল।

"সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবি হ'ক"

১৯১৭ সালের এপ্রিল। ষ্টালিন তাঁর সাইবেরিযার নির্ব্বাসন থেকে মুক্তি পেযেছেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে লেনিন ফিরেছেন দেশে। ৩রা এপ্রিল লেনিনকে অভ্যর্থনা করার জন্য যাঁরা পেট্রোগাডে অপেক্ষা ক'রছিলেন ভরোশিলভ্ তাঁদের অন্যতম। ফিনল্যাণ্ড রেলওযে ষ্টেসন এবং তার সম্মুখের পার্কটা লোকে লোকারণ্য। দলে দলে সৈনিক, নাবিক, শ্রমিক সব উদ্বিগ্ন হ'যে অপেক্ষা ক'রে আছে তাদের মুক্তিসংগ্রামের পথ প্রদর্শকের নির্দ্দেশ নেওযার জন্য। লেনিন ট্রেণের থেকে নামতেই ভরোশিলভ তাঁকে রাশিযার প্রচলিত কায়দায় এক তোড়া ফুল হাতে দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রলেন। তারপর লেনিনকে কাঁধে চড়িয়ে বাইরে স্কোয্যারে নিযে আসা হ'ল। সেখানে তিনি একটা আর্মার্ড কার বা অস্ত্র-সজ্জিত মোটরে চ'ড়ে এক উদ্দীপনাময বক্তৃতা ক'রলেন। "সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক" এই অতিগুরুত্বপূর্ণ কথাটা ব'লে মহান লেনিন তাঁর বক্তৃতা শেষ ক'রলেন। তাঁর এই বাণীর প্রভাব বিদ্যুত গতিতে সারা পেট্রোগ্রাডের সৈনিক, শ্রমিক, ও নাবিকদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। তারা যে ঠিক ঐ কথাটার অপেক্ষাতেই ছিল।

কিন্তু বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত ক'বতে হ'লে কেবল প্রধান সহবে বিপ্লব হ'লে চলবেনা তারজন্য বিপ্লবেব পাকা ভিত্তি দেশাভ্যন্তবেও হওয়া চাই। ভরোশিলভ বুঝতে পারলেন তাঁব নিজস্ব স্থান ডন্‌বাসে, সেখানে তাঁর ফিরে যাওয়া দবকাব। উক্রাইনেব শিল্প কেন্দ্রগুলিকে সংঘবদ্ধ ক'বে সেখানকাব শ্রমিক, কৃষক, জনসাধারণকে বলশেভিকদের পক্ষে নিযে আসার জন্য তাঁব মত উপযুক্ত ব্যক্তি কেও ছিল না। সুতরাং তিনি লুগান্‌স্কে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে, নিজেব পুরাতন স্থানে অধিষ্ঠিত হ'যে নবোদ্দমে কাজ সুরু ক'রলেন।

তাঁব প্রথম ও প্রধান কাজ হ'ল যেমন ক'বে হ'ক লুগান্‌স্ক সোভিযেটে বলশেভিকদের সংখ্যাগবিষ্ঠতা আনতে হবে।

সোভিযেট বা সোবিয়েত কথাটাব মানে হ'ল "পবিষদ।" রুশ বিপ্লবেব ফলে এর অর্থ দাঁড়িযেছে, একটী কোন বিশিষ্ট গণ্ডি যেমন একটী সহর, একটী গ্রাম বা একটী সৈন্যদলেব রেজিমেণ্টের লোকদেব নির্ব্বাচিত পবিষদ। এই সোভিযেটগুলি বিপ্লবেব ফলে মজুর, সৈনিক ও কৃষকদের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে গভর্ণমেণ্টেব বা শাষনতন্ত্রেব প্রাথমিক বুনিযাদরূপে। ঐতিহাসিক নজবে দেখতে গেলে প্যাবিস-কম্যুন বা ফবাসীদেশে বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে যে মজুব বিপ্লব হ'যেছিল এবং তাব মধ্য থেকে মজুররা নিজেদের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা কববার জন্য যে 'কম্যুন' গঠন করেছিল এই সোভিযেট গুলি তাবি বংশধব।

১৯০৫ সালেব বিপ্লবেও সোভিযেট গঠিত হযেছিল অনেক জাযগায, কিন্তু তাবা বেশীদিন টীকতে পাবে নাই। ১৯১৭ সালে মধ্যভাগে তাবা চাবিদিকে ব্যাঙেব ছাতির মত গ'ড়ে উঠছিল এবং পুবাতন জাবতান্ত্রিক বাষ্ট্র ব্যবস্থাব স্থানীয শাষকদের বিচ্যুত কবে সোভিযেট শাষণ-প্রতিষ্ঠা ক'বছিল। এই সোভিযেট গুলি কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলেব সমগ্র জনসাধাবণএর প্রতিনিধিত্ব ক'বতনা কেবল সংখ্যাগবিষ্ঠদেব প্রতিনিধিত্ব কবত। উচ্চ শ্রেণীব লোকেবা, ব্যবহাবজীবিবা, ব্যবসাদার, পাদ্‌ডী ও ধর্ম্মযাজকবা, সমৃদ্ধশালী চাষীবা অফিসারবা ইত্যাদি অনেকেই এব থেকে বাইবে থাকত।

এই সব সোভিযেটে যে সব লোক নির্ব্বাচিত হচ্ছিল তারা যে সব সময লেনিনেব সমর্থক হচ্ছিল তা নয। অনেক স্থানেই লেনিনবাদীরা বা বলশেভিকরা সংখ্যায কম ছিল। কিন্তু ১৯১৭ বসন্ত থেকে গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্ম থেকে শরৎ পর্য্যন্ত এই কযেক মাসে বলশেভিকবা তাদেব নির্ভিকতাব জন্য ও সঠিক পথ প্রদর্শনেব ফলে আস্তে আস্তে সব জাযগাতেই সংখ্যাগবিষ্ঠ হযে প'ড়ছিল। অন্য কোন পার্টি'র বা দলেবই কোন সঠিক পবিকল্পনা ছিলনা। কোন্ অবস্থায কি ক'রতে হ'বে তার সম্বন্ধে সঠিক ধাবণাও ছিলনা। আব একাগ্রতায, দৃঢ়তায ও কার্য্যদক্ষতায বলশেভিকদলেব সামনে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা কোন দলেরই ছিলনা—তাই বছর যত গড়িয়ে

চ'লতে লাগল ততই বলশেভিকদের শাষণ ক্ষমতা হস্তগত করার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল।

লুগানস্কে সমস্ত বিষয় গুছিয়ে ঠিক ক'রে হাতের মধ্যে আনতে ভরোশিলভের বেশীদিন লাগল না। তিনি লেনিনের কার্য্যপ্রণালী ও নীতি ডনবাসীদের কাছে প্রচার করাব জন্য "ডনেট্স্কি প্রলেটাবি" নামে একটী সংবাদ পত্র প্রকাশ ক রলেন। "শান্তি এবং রুটী চাই" এই দুটী কথা তিনি দৈনন্দিন বক্তৃতায় আব কাগজে ক্রমাগত লোকেব মনে গেঁথে দিতে লাগলেন। যুদ্ধ বিবতি এবং খাওযাব ব্যবস্থা এইত' ছিল তখন সকলের দাবী।

শান্তি চাই, রুটী চাই, অস্থাযী সরকার ধ্বংস হোক—সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েটের হাতে চাই। এই কথাগুল সমগ্র উক্রাইনে ভবোশিলভ নিরন্তব বিশ্রামহীন ভাবে ব লে চল্লেন।

গ্রীষ্মেব কটা মাস বাশিযাব আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলাময হ'যে দাঁড়িযেছিল। একদিকে জার্ম্মানবা রাশিয়ান সৈন্যদের পশ্চাদ ধাবণ করছে, পালাতক সৈন্যবা সব হাজারে হাজারে ফিরছে ঘবে। অন্যদিকে বুভুক্ষ জনতার 'রুটী চই'এর চিৎকারে অস্থায়ী সবকারের অবস্থা সঙ্গীন হ'যে প'ড়েছে। প্রথমে প্রিন্স লভ্ওভের নেতৃত্বে, পরে আইনজীবি কেরেনস্কির নেতৃত্বে অস্থাযী গভর্ণমেণ্ট সঙ্কটেব পর সঙ্কটের মধ্য দিযে দিন কাটাচ্ছিল। অবশেষে এমন একটা অবস্থা হ যে দাঁড়াল যে হয়

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে সরিয়ে বলশেভিকরা রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করুক আর নযত অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অকৃতকার্যাতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রতিক্রিযাশীলদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'বে পুনবায় জারতন্ত্র ফিবে আসবে। এই সময য আস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের এতদূর দুর্ণাম হ'যেছিল যে বলশেভিকরা যদি বিপ্লব ক'রে ক্ষমতা হাতে না নিতেন তাহ'লে নতুন আকারে জাবতন্ত্র ফিরে আসত। কিন্তু লেনিনের মত নেতা থাকতে বলশেভিকবা এমন সুযোগ ছাডবাব পাত্রনয। লেনিন অস্থাযী গভর্ণমেণ্ট অপসাবণেব জন্য বিপ্লব ঘোষণা ক'রলেন।

১৯১৭ সালেব ৭ই নভেম্বর বলশেভিকরা পেট্রোগ্রাডে শাষন ক্ষমতা হস্তগত ক'বলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এত সহজে এত গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব খুব কম হ'যেছে। এত অল্প রক্তপাতে এত বড বিপ্লব আবও কম হ'যেছে। গভর্ণমেণ্ট জারের উইণ্টব প্যালেস বা প্রাসাদে আশ্রয নিয়েছিল। ছ' তারিখের বাত্রে বলশেভিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল সৈনিক এবং নাবিকবা সশস্ত্র শ্রমিকদের সাথে একত্রিত হ'যে উইণ্টার প্যালেস ঘিবে ফেলে। প্রাসাদের বক্ষীদলের সাথে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। দুই পক্ষেই হতাহত হ'তে থাকে। শেষে প্রাসাদ, বিপ্লবীদের হাতে সমর্পণ করা হয। অধিকাংশ মন্ত্রিকেই গ্রেপ্তাব কবা হয় কিন্তু প্রধান মন্ত্রি কেবেন্স্কি সরে প'ডতে সক্ষম হন।

লাল মার্শাল

৭ তারিখে রাত পৌনে ১১টার সময় স্মল্‌নি ইনষ্টিটিউটে নিখিল রুশ সোভিয়েট মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। কয়েক ঘণ্টা পরেই এই মহাসভা নিজেকে শাসন ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চ অধিকারি ব'লে ঘোষণা করে এবং অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির দাবী ক'রে এক ঘোষণা দেয়। অপর একটী ঘোষণার দ্বারা জমির উপর সমস্ত ব্যক্তিগত স্বত্ব বিনষ্ট করা হয়। তারপর পৃথিবীর সমস্ত জাতির গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ, শত্রু ও মিত্র, সকলকার নিকট একটী ইস্তাহার প্রেরণ করা হয়, তাতে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য ও বিনা ক্ষতিপূরণ ও বিনা স্থান অধিকারে ন্যায সঙ্গত শান্তি স্থাপনের জন্য সকলকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ গভর্ণমেণ্টই বলশেভিক গভর্ণমেণ্টের এই আবেদন সম্পূর্ণ অবহেলা করেন এবং যে সব জনসাধারণকে আহ্বান ক'রে সেই ইস্তাহার দেওয়া হ'য়েছিল সেই সব জনসাধারণ অনেককাল পর্য্যন্ত এই ইস্তাহারের খবরই জানত না।

এই নিখিল রুশ সোভিয়েট মহাসভার অধিবেশনে ভরোশিলভ লুগান্‌স্কের প্রতিনিধি হ'য়ে যোগদান ক'রতে এসেছিলেন। শাসন-ক্ষমতা ত' হাতে এল কটী ও শান্তির প্রতিশ্রুতিও ত দেওয়া হ'ল কিন্তু এখন এই নতুন গভর্ণমেণ্টকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি ক'রে সেইটাই হ'ল প্রধান সমস্যা। একদিকে জার্ম্মানরা ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছে, অন্যদিকে কেরেন্‌স্কি

পালিয়ে গিয়ে বিদেশী সরকারদের সাহায্যে জেনাবল্ ক্রাসনভেব অধীনে একটা কসাক বাহিনী পাঠিয়েছেন সোভিযেটগুলিকে ক্ষমতাচ্যুত কবার জন্য। এমন কি পেট্রোগ্রাডে পর্য্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ষডযন্ত্র চ'লছিল। এবং এই সব কাবণে সব সময বিপ্লববিবোধী বিদ্রোহেব সম্ভাবনা ছিল।

ভবোশিলভের হাতে অনেক কাজের ভাব প'ডে গেল। সহর বক্ষা কবাব জন্য ও নিবাপত্তাব জন্য যে বক্ষা কমিটী হ'যেছিল ভবোশিলভেব হাতে তাব ভার দেওযা হ'ল। ২৩ বছর আগে সেদিনকাব সদ্যজাত সোভিযেটেব প্রধান নগরী পেট্রোগ্রাড বক্ষাব ভাব তাঁর হাতে পডেছিল, আবার ইতিহাসেব গতিতে, নবপরিস্থিতে, সমৃদ্ধ নগরী, লেনিনেব পুত নামধাবী লেনিনগ্রাডকে জার্ম্মাণ ফাসিবাহিনীব হাত থেকে রক্ষা কবাব ভার তাঁরই হাতে প ডেছে।

পেট্রোগ্রাড বক্ষাব কাজে ভবোশিলভ বেশী দিন আর থাকতে পারলেন না। আবার তাঁব ডাক প'ডল উক্রাইনে। জার্ম্মানবা উক্রাইনে প্রবেশ ক'বছিল। উক্রাইনের শস্যক্ষেত্র ও শিল্পকেন্দ্র যদি শত্রুব হাতে যায তাহ'লে সদ্যজাত সোভিযেটেব পক্ষে বেঁচে থাকা দুষ্কব। ভবোশিলভের মনে প'ডল তাঁর লুগান্স্কের "লাল পল্টন" ভাইদের কথা। তারাই হ'ল আসল লোক যাবা জার্ম্মানদিকে বিতাডিত ক'রে আবার শিল্পের চাকা ঘুরিয়ে দেবে। তাই ভরোশিলভ আবার লুগান্স্কে ফিরলেন।

শ্রমিক সেনানীর নেতা

লুগান্স্কেব পথে ট্রেনে যেতে যেতে ভবোশিলভের তখনকাব অবস্থাটা কতকটা গুছিযে বুঝবাব অবসব মিলল। তিনি দেখলেন পবিস্থিতি খুব আশাপ্রদ নয।

একথা সত্যি যে তাঁর লুগান্স্কেব বন্ধুদের কাছে গিযে তিনি পেট্রোগ্রাডে ও মস্কোতে বলশেভিকদের জযেব কথা ব'লতে পাববেন কিন্তু অসংখ্য শত্রুদেব যে ব্যূহ সোভিযেট অভিমন্যুকে ঘিবেছিল তাদেব পবাস্ত ক'বে টিকে থাকা প্রায অসাধ্য সাধন মনে হচ্ছিল।

কিন্তু একটা শুভ খবব এই ছিল যে, বলশেভিকবা ক্ষমতা হস্তগত কবাব সময বাশিযাব লোকেব মধ্য থেকে সেরূপ সঙ্ঘবদ্ধ কোন বাধাই পায নাই। ১৯১ সালেব ২৭সে মার্চ্চ আমেবিকার বাষ্ট্রদূত মিঃ ফ্রান্সিস মস্কোস্থিত তাঁব স্বদেশবাসী আমেরিকাব বেডক্রস দলেব নেতা কর্ণেল রবিন্সকে একটা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ টেলিগ্রাম করেন, টেলিগ্রামে লেখা ছিল :—

"আপনি কি সোভিযেট গভর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে কোন সংঘবদ্ধ বিবোধিতা দেখতে পাচ্ছেন ? আমি 'ত' পাই নাই।" পবেব কযেক সপ্তাহ ধ'রে ধাবাবাহিক ভাবে কযেকটী টেলিগ্রামে পুনঃ পুনঃ জানান হয যে দেশের "অভ্যন্তরে"

কোন সংঘ শক্তি তিনি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে নিযুক্ত দেখছেন না।”

এখানে ‘অভ্যন্তবে’ কথাটী লক্ষ্য করা দবকাব।

কাবণ ১৯১৮ সালে রাশিযার একমাত্র ইচ্ছা ছিল ইউরোপিয যুদ্ধ থেকে স’রে থাকা, কিন্তু সে দেখতে পেল যে শুধু রাশিযাব জাবতন্ত্রেব আমলেব বিপক্ষ পার্তি জার্ম্মানী নয তার তখনকাব মিত্রবাও তাব বিরুদ্ধে সমবেত হ’যেছেন।

যখন জার্ম্মাণবা উক্রাইন ও বাল্টীক দেশগুলিব মধ্য দিযে প্রবেশ ক’রছিল তখন বৃটাশ সৈন্যদল সুদূব উত্তবে মুমাস´ক্ ও আর্কেঞ্জেলে ও দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগবেব তীব অঞ্চল অধিকারে ব্যস্ত ছিল। জাপানিবা ভলডিভস্টক্ বন্দর ও সুদূব প্রাচ্যেব প্রদেশগুলি দখল ক’বে বসেছিল। চেক্‌বা ট্রান্স সাইবেবিয ন বেলপথ ধ’রে অগ্রসব হচ্ছিল। অন্যান্য স্থানে ফবাসী রুমানিযান ও অর্দ্ধেক সংখ্যক প্রাক্তন মিত্রেব দল নিজের নিজেব শিবির গেড়ে ফেলেছিল। অর্থাৎ ১৯১৮ সালে রাশিযাব চাবিদিকে একটা প্রতিহিংসা-পবাযন জাতি-সংঘ গ’ড়ে উঠেছিল—আর তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলশেভিকবাদকে ধ্বংস করা।

স্বাধীন বাশিযা মাত্র মস্কো ও পেট্রোগ্রাডকে কেন্দ্র ক’রে দু’ তিনটি বিভাগেব মধ্যে সীমাবদ্ধ হ’যে গিযাছিল। এই সহরগুলির সামনে আবার বুভুক্ষার কবাল ছাযা ঘনীভূত হ’যে উঠছিল। এই সময কটী নিযন্ত্রণ নিযম অনুযাযী

একদিন অন্তর জন পিছু মাত্র দু' আউন্স করে রুটী পাওয়া যেত।

ভরশিলভের ঠিক এই অবস্থাটাই তাঁর লুগান্স্কের বন্ধুদেব বুঝিযে বলার প্রযোজন ছিল কাবণ একমাত্র তারাই জার্ম্মানদিকে তাডিযে ফসল পাঠিযে, মস্কো ও লেনিনগ্রাডকে বুভুক্ষা থেকে বাঁচাতে পাবত। সুতবাং ভবোশিলভ লুগান্সকে ফিরলেন, প্রত্যক্ষ সৈনিক-এব কাজ নিযে নয বাজনীতিক হিসাবে, বিপ্লবেব নীতি জনগণেব কাছে ব'লতে, তাদেব সাহস দিতে ও যাতে বিপ্লবের কাজ ভাল ভাবে অগ্রসর হয তার তত্ত্বাবধান ক'বতে। তখনকার দিনে এই বকম কাজ অনেককেই ক'বতে হ'ত, এঁবা যে পদ অধিকাব ক'বে থাকতেন তার নাম ছিল পলিটীক্যাল কমিসাব বা রাজনীতিক কমিসাব। প্রত্যেক সংগ্রামবত দলের সাথে তখন একজন ক'বে পলিটীক্যাল কমিসার থাকতেন। বিগত ফিনিশ যুদ্ধেব পব এই পদ লাল ফৌজ থেকে উঠিযে দেওযা হয কিন্তু আবার বর্ত্তমান যুদ্ধে এই পদে পুনরায লোক বহাল করা হযেছে। বিপ্লবের সময় পলিটীক্যাল কমিসাবদেব কাজ ছিল প্রচাবের তত্ত্বাবধান করা ও কমাণ্ডারদের বা অধিনায়কদের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা। এই শেষের কাজটী অত্যন্ত প্রযোজনীয ছিল, তার কারণ তখনকার লাল ফৌজের যাঁরা কমাণ্ডার হ'তেন তাঁবা

অধিকাংশই ছিলেন পুরাতন জার আমলের কমাণ্ডার। খাঁটী ও বিশ্বস্ত বলশেভিক কমাণ্ডার সব সময় পাওয়া যেত না বলে এঁদের উপর নির্ভর ক'রতে হ'ত. অথচ বিপ্লবের জন্য এঁদের দরদ খুব বেশী ছিল না। বিপ্লবের জয়ের পথে এঁরা এসে জুটে ছিলেন বটে কিন্তু চারিদিক থেকে শত্রু বেষ্টিত হ'লে এঁদের দরদ কতটুকু টীকে থাকবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ ছিল। বলশেভিকরা ভয় ক'রতেন যে সঙ্কটের সময় এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে শত্রুর সাথে যোগ দেবে বা তাদের পদ-মর্য্যদার সুবিধা নিয়ে তলায় তলায় ভাঙ্গনের কাজ ক'রবে। এইরূপ সন্দেহের যে যথেষ্ট কারণছিল তা বোঝাযায় মার্শাল তুকা-চেভস্কির বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা থেকে। তুকাচেভ্‌স্কি একজন পুরাতন জারতন্ত্রের ফৌজের অফিসার ছিলেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বহুকাল বিশ্বাস ক'রে এসেছিল ও তাঁকে লালফৌজের নানাবিধ সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত রেখেছিল। কিন্তু পরে জানা গেল তিনি আসল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সব লুকিয়ে রেখে সোভিয়েট বন্ধু সেজেছিলেন অথচ তলায় তলায় সোভিয়েটের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এঁর গুপ্ত অভিসন্ধি ধ'রে ফেলেন এবং ১৯৩৭ সালে বিচারে এঁর মৃত্যু দণ্ড হয়। তুকাচেভ্‌স্কির মৃত্যু দণ্ড নিয়ে তৎকালীন ইংলণ্ডে ও সোভিয়েটের বাইরে অন্যান্য-দেশে ধনতান্ত্রিকদের পরিচালিত সংবাদপত্রের কৃপায় বেশ

একটু হৈ চৈ প'ড়েছিল। সোভিয়েট বিরোধীরা এই নিয়ে সোভিয়েটের তথাকথিত দূর্ণিতি প্রমাণ করবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে লেগেছিলেন। এঁদের উত্তরে বিখ্যাত কমুনিষ্ট নেতা ও লেখক রজনী পাম দত্ত নিউ ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে পত্র লিখে দেখিযেছিলেন যে ইতিহাসে মীরজাফরের অভাব কোথাও হয নাই। প্রত্যেক বিপ্লবেই দেখা গেছে কতকগুলি লোক পিছনে পিছনে বিপ্লবের শত্রুতা ক'রেছে।

লুগান্‌স্কের শ্রমিকগণ এই বিপদ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল, তাই তারা অন্য কারও উপর তাদেব যুদ্ধ পবিচালনার ভার দিতে সম্মত হয় নাই। তারা চেযেছিল তাদের অতি পবিচিত বিশ্বস্ত বন্ধুকে, যদিও তিনি কোন দিন কোন সৈন্যদলে যোগ দেন নাই এবং তাঁব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লুগান্‌স্কেব রাস্তার উপরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

তাই ভবোশিলভকেই উক্রাইনে বক্ষার ভার নিতে হ'ল। তিনি তাঁর সৈন্যদল উত্তর-পশ্চিমে রাশিযাব তদানিন্তন তৃতীয সহর ও উক্রাইনেব বিবাট শিল্প কেন্দ্র খারখবেব দিকে পরিচালনা ক রলেন, তখন খাবখব ছিল রাশিযার বারমিংহামের মত। জার্ম্মানরা খারখব দখলের জন্য অগ্রসর হ যেছে। যদি খারখবকে বাঁচান' যায় তাহ'লে বলশেভিকদের বিশেষ লাভ হ'বে কারণ এর কারখানার সাহায্যে বিধ্বস্ত রেল লাইনগুলি

সৈন্য চলাচলের জন্য সক্রিয় করা যাবে। সৈন্যদের অস্ত্রের ব্যবস্থা ও কাপড়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই করা যাবে।

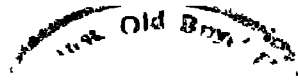
কিন্তু খারখব রক্ষা করা গেল না। দ্রুত সংগৃহিত সৈন্য ও অনভ্যস্ত নেতাদের পরিচালিত লালফৌজ জার্মান সৈন্যের সুদৃঢ় আক্রমণ প্রতিহত করতে পারলেনা। খারখব রক্ষায় নিয়োজিত সমগ্র লালফৌজ, যার একটা ইউনিটির নেতা ছিলেন ভরোশিলভ, শুধু পরাজিত হ'ল না, প্রায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল।

এদিকে পিছনে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কসাকরা বিদ্রোহী হ'য়েছে।

কসাকরা বরাবরই শ্রমিকদের বিরুদ্ধতা ক'বে এসেছে। কসাকদের মধ্য থেকেই 'জার' তাঁব সৈন্য সংগ্রহ ক'রতেন। তারা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ অঞ্চলেব কৃষক শ্রেণীর লোক। তাদের দেশে ফসলও ভাল হ'ত না। তাবা রাশিযার ষ্টেপ্সেজ অঞ্চলে বাস করে, আর দীগন্ত বিলীন মরুর মধ্যে ঘোড়ার পিঠে থেকে থেকে ঘোড সাওযার খুব ভাল হয়। তাদের এই বিশিষ্ট গুণ থাকার জন্য এবং তাদের দাবিদ্রের সুবিধা নিযে জার তাদিকে দিযে যত প্রকার হীন কাজ গুল করিয়ে নিত। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা মোটেই ছিল না, কাজেই বলশেভিক বিরোধীরা তাদিকে কাজে লাগানো খুব সুবিধা জনক মনে ক'রত।

ক্রাস্নভ নামে একজন জার আমলের জেনারল এই কসাকদের হাত ক'রে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রলেন। ব'ল-শেভিকরা ক্ষমতা হস্তগত করার কিছুদিন পরে তিনি পেট্রোগ্রাডে এইরূপ একটী বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। সে সময় তিনি পরাজিত হ'য়ে বন্দী হন। পরে তিনি "একজন অফিসার ও ভদ্রলোক" হিসাবে বলশেভিক বিরোধী কার্য্য-কলাপ থেকে বিরত থাকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুক্তি লাভ ক'রেন। কিন্তু মুক্তি লাভ করার পরই কসাকদের নিয়ে এই ভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

খারখব পতনের পর ভরোশিলভ তাঁর অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত নিয়ে একটা অত্যন্ত বিপদজনক অবস্থায় প'ড়লেন। পশ্চিমে সামনে থেকে তাঁর পলায়নপর সৈন্যদের পদে পদে জার্ম্মানরা অগ্রসর হ'চ্ছে পিছনে কসাকরা তাঁর পূর্ব্বদিকে পালাবার পথ রুদ্ধ ক'রেছে। তাঁর ক্ষুদ্র শ্রমিক-সৈন্যদলকে শত্রুরা একেবারে ঘিরে ফেলেছে। তাঁদের পথ একমাত্র লুগান্স্ক পর্য্যন্ত উন্মুক্ত। যদিও সেখানেও কোন স্থায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা নাই তবুও আর যখন কোনও উপায় নাই তখন লুগান্স্কের দিকেই তাঁরা পেছু হাঁটতে লাগলেন। পথে লোক সংগ্রহ করতে ক'রতে ও রসদ যোগাতে যোগাতে চল্লেন। মাঝ-খানে হঠাৎ একবার থেমে অতি-নিশ্চিন্ত ও অপ্রস্তুত জার্ম্মানদিকে একবার তড়িৎ প্রতি-আক্রমন ক'রে খানিকটা



ঘায়েল ক'রে দিলেন। একটী সমগ্র জার্মান আর্মিকোরকে সাময়িক ভাবে পিছন হটীয়ে অত্যন্ত মূল্যবান ২০টী মেশিনগান এবং আরও কিছু দামি জিনিষ পত্র হস্তগত ক'রলেন।

কিন্তু তাঁদের এই সাময়িক জয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত বেশী সৈন্য-সামন্ত সাথে ছিল না, তাই লুগানস্কের দিকেই অগ্রসর হ'লেন।

সেখানে পৌঁছিয়েই যুদ্ধ পরিষদের একটী বৈঠক হ'ল।

লুগান্‌স্কেই থেকে গিয়ে নিজেদের সহব রক্ষা কবাব ইচ্ছা অনেকের ছিল। আব নিজের সহরের জন্য ভাবাবেগ হওয়াও একটু স্বাভাবিক। কিন্তু সামরিক পরিস্থিতি ভাবাবেগ মেনে চলে না। ঐ সামান্য শক্তি নিয়ে লুগান্‌স্কে টিকে থাকা অসম্ভব। ভরোশিলভ প্রস্তাব করলেন যে, ডনেট্‌স্‌ নদী পেবিয়ে, ডন পেরিয়ে, ভল্গাব পারে, জারিতসিনে পশ্চাদোপসরণ করা দরকাব। জাবিতসিনে তিনি একবার গোলাবারুদের কাবখানায় মহাযুদ্ধেব প্রথম দিকে কাজ কবেছেন। সেখানে এখনও একটা লালফৌজ সহর রক্ষায় নিযুক্ত র'য়েছে। সেখানে গিয়ে পৌঁছলে অনেকটা শক্তিশালী হওয়া যাবে—ভরোশিলভ এই রকমই আশা ক'রেছিলেন।

একজন ব'লে উঠলেন—"সে একবারে অসম্ভব। সে যে প্রায় হাজার ভার্সট্ রাস্তা (অর্থাৎ ৬৫০ মাইল *)"

আর একজন বল্লেন "কসাকরা ত সবখানেই র'য়েছে, জারিতসিনে যাচ্ছ কি ক'রে? পথের কথাটা ভেবেছ?" আর একজন বল্লেন "পিছনে পিছনে যখন জার্মানরা এসে প'ড়ছে তখন আমরা লুগান্স্কে স্ত্রী পুত্র ছেড়ে যাই কি ক'রে?" ভরোশিলভ প্রত্যেককে তাঁদের কথার জবাব দিলেন। তিনি বল্লেন "একা কসাকদের জন্য ভয় করার দরকার নাই—তাদিকে ঠেলে এগিয়ে যাব। স্ত্রী পুত্র সঙ্গে নেব আর দূরত্বের জন্য রেল লাইন ব্যবহার ক'রব।" রেল লাইনের কথাটা অনেকের কাছে বিদ্রুপ মনে হ'য়েছিল, কিন্তু ভরোশিলভ সে বিষয়ে অত্যন্ত স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি মনে ক'রলেন যে রেলে যাওয়া যাবে—তাতে যতই বাধা হ'ক না কেন—সে সব বাধা অতিক্রম ক'রতে হ'বে।

তাই রেলপথে ভ্রমণের ইতিহাসে এক অদ্ভুত নূতন অধ্যায় আরম্ভ হ'ল। সামরিক দিক থেকেও এমনি পশ্চাদোপসরণও অত্যন্ত দৃঢ়তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচায়ক।

এই রকম একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা কোন অভিজ্ঞ সামরিক নেতা অবলম্বন ক'রতে সাহস পেতেন কিনা খুবই সন্দেহ।

---

* কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লুগান্স্ক্ থেকে জারিতসিনের দূরত্ব হাজার ভার্স্টের বা ৬৫০ মাইলের কম লেখক।

কিন্তু ভবোশিলভের পক্ষে এমন প্ল্যান নেওয়া সম্ভব হয়েছিল তার কারণ তিনি নিজে ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রি (মেকানিক) এবং জানতেন যে সঙ্কটের সময় কি করা সম্ভব ও কি করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তাঁর আস্থা ছিল তাঁর শত শত বন্ধু মজুরদের উপর—তারা কেওই অভিজ্ঞ সৈনিক না হ'তে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেই কলকজায় সিদ্ধ হস্ত ; রেলের কাজেরই বিভিন্ন বিভাগে তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা।

লুগান্স্ক্ অনেকগুলি রেলপথের সংযোগে অবস্থিত। কয়েক দিনের মধ্যে প্রচুর রেলওয়ের আসবাব পত্র যোগাড় হ'যে গেল। যখন এই পলায়মান বাহিনী গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছিল তখন দেখা গিয়েছিল যে এর সাথে ৫০০টা ট্রেন ছিল। ভবোশিলভএর সাথে ছিল মোট প্রায় হাজার প'নেরো সৈন্য এবং প্রায় তার দ্বিগুণ বেসামরিক লোক। কতকগুলি ট্রেন অস্ত্র সজ্জিত ও কামান লাগান ছিল। আর বাকীগুলতে ছিল গোলা বারুদ ও রসদ।

লুগান্স্ক্ থেকে জারিতসিন যেতে সাধারণতঃ খুব বেশী লাগলে ট্রেনে একদিন লাগে, কিন্তু ভরোশিলভের লাগল প্রায় তিন মাস।

তাঁর চারিদিক শত্রু পরিবেষ্টিত। রেল পথের প্রত্যেকটি গজ পরিমাণ স্থান বিপদ সঙ্কুল। ফিশ্প্লেটের কয়েকটা বল্টু খুলে দেওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে মাইন বিস্ফোরণ পর্য্যন্ত যে

কোন বিপদ, যে কোন মূহুর্ত্তে ঘ'টে যাওয়ার সম্ভাবন। তাছাড়া এমনি তড়িত আক্রমণের সম্ভাবনা ত ছিলই। সৌভাগ্যক্রমে তখনকার দিনে এখনকার মত এবোপ্লেনেব বিধ্বংসী শক্তির এত বেশী প্রযোগ ছিল না বা এতটা ব্যবহার হ'ত না। একেবারে যে হয় নাই তা নয়, লুগান্স্কের সামনে যুদ্ধের সময কয়েকটা জার্ম্মান বিমান ভবোশিলভ হস্তগত ক'রেছিলেন।

যাই হোক এই তিন মাসে ভরোশিলভ প্রমাণ ক'রে দেন যে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর নেতা ও পরিচালক, শুধুমাত্র অপবের আদেশবাহী নন। তিনি একই সঙ্গে সামরিক অধিনায়ক, আবার বাজনীতিক প্রচারক, ইঞ্জিনিযার—আবার ট্রাফিক কণ্ট্রোলার সব কিছুরই কাজে নেতৃত্ব কবেছেন এই তিন মাস।

যদি ভেবে দেখা সম্ভবপর হয তা'হলে একবার ভেবে দেখলে বোঝাযাবে যে, ভবোশিলভ কি অদ্ভুত দাযিত্বের মধ্যে নিজেকে টেনে এনেছিলেন। সত্যই একবাব ভেবে দেখা দরকাব এই কয়েক শো ট্রেন নিযে শত শত মাইল পথ শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে অতিক্রম করাটা কতদূর বিস্ময কব ব্যাপার। কোথায আর্মার্ড ট্রেন গুলি থাকবে, সৈন্যদের ট্রেনগুলী কোন যাযগায় থাকা দরকার, রসদের ট্রেনগুলী আবার নিরাপদে বাখা যায কি ভাবে, কি ভাবেই বা বেসামরিক জনতাকে রাখার ব্যবস্থা

করা যায়—এই যে সমস্যাগুল এর প্রতিবিধান যে কতদূর জটিল তা আমাদেব পক্ষে সত্যই কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

এই বিরাট পলায়নপর বাহিনীর খাবার ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা, অসুস্থের চিকিৎসার ব্যবস্থা, জ্বালানি কাঠ বা কয়লার ব্যবস্থা, ইঞ্জিনের রসদ, ভাঙ্গা গড়া মেরামত, এই সমস্ত একবার কল্পনা নয়নে ভেবে দেখবার চেষ্টা ক'রলে বুঝতে পারা যাবে ভেরোশিলভ কী অসাধারণ শক্তিশালী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা ও তাঁর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় কতদূর কষ্ট সহিষ্ণু।

ভরোশিলভ শত বিপদ সত্বেও মূহুর্ত্তের তরে হতাশ নন। তিনি শুধু জানেন তিনি তাঁর বাহিনীকে নিয়ে জারিতসিনে পৌঁছাবেনই। তাঁব এই দৃঢ়তার ভিতর ছিল তাঁর শ্রমিক বন্ধুদের উপর অগাধ বিশ্বাস। যে বিশ্বাস আজ আবার লেনিনগ্রাড রক্ষার প্রধান সম্বল হ'যে দাঁড়িয়েছে। ভরোশিলভের বাহিনী মাইলেব পর মাইল আস্তে আস্তে প্রতিপদক্ষেপ গুণে গুণে এগিযে চ'লেছে। জার্ম্মানরা ক্রমে পিছনে প'ড়ে গেল। এখন তাঁদের প্রধাণ শত্রু কসাকরা। মাঝে মাঝে দু একটি সহরের অধিবাসীরাও তাঁদিকে বাধা দিচ্ছ। এই সব সহর তখন বলশেভিক বিরোধী মেনশেভিকদের হাতে বা অনুরূপ আর কারও হাতে ছিল যারা বলশেভিকদের দূরবস্থা দেখে বিপ্লব বিরোধীদের সাথে যোগ দিয়েছিল। ভরোশিলভ এই সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রছেন,

মাঝে মাঝে লড়াই ক'রছেন, শত্রুদিকে পিছনে হ'টীয়ে আবার অগ্রসর হ'চ্ছেন।

এইভাবে বহুকষ্টে তাঁরা ডন নদীর তীরে এসে উপস্থিত হ'লেন। এখানে এসে পৌছাবার জন্য তাঁরা অনেকদিন ধ'রে আশা ক রে ছিলেন। এই জায়গায় পৌছিয়ে একবার ডন পের'তে পারলে, আর মাত্র ৭০ মাইল। ঠিক এই যায়গায় ডন আর ভল্গা নদী খুব কাছাকাছি অবস্থিত। এখানে এসে পৌছলে জারিতসিন থেকে কিছু সাহায্য পাবারও সম্ভাবনা আছে। এই সব আশায় সকলেই ডনের তীর দেখতে পাবার জন্য ব্যগ্র হ'য়েছিলেন।

কিন্তু তাঁদের সামনে ছিল বিরাট হ'তাশা। ডন এ জায়গায় ভল্গা থেকে খুব কাছে বটে কিন্তু ডন নিজে অত্যন্ত প্রশস্ত। এদিকে বিপক্ষ পার্টিরা ডনের প্রকাণ্ড ব্রীজটা পূর্ব্বের থেকেই ধরাসায়ী ক'রে রেখে দিয়েছিল। নদী পার হওয়া প্রায় অসম্ভব। এখন কি করা যায়? এই সমস্ত লোকজন, রসদ ইত্যাদি ছেড়ে, ট্রেন পরিত্যাগ ক রে, কেবল সৈন্যদের নিয়ে, সাঁতরে নদী পার হবেন এবং হেঁটে বাকীটা পথ অতিক্রম ক'রবেন, না ছোট ছোট গরীলা দলে বিভক্ত হ'য়ে ছড়িয়ে প'ড়বেন? যাই করতে যান মেয়েদের ও বেসামরিক লোকদের কোনও ব্যবস্থা হয় না। এদিকে সাথের আসবাব পত্র সবই ফেলে যেতে হয়। আবার ট্রেন নিয়ে পার হ'তে হ'লে পুল বাঁধতে হয়। কিন্তু সে কি সম্ভব?

ভবোশিলভ বল্লেন "হ্যাঁ সম্ভব। যেমন ক'রে হ'ক ঐ ভাঙ্গা পুলের উপর দিয়ে ট্রেন পার করার মত একটা পুল, কিম্বা নিদেন পক্ষে একটা বাঁধও তৈবী ক'রতে হবে।

তাই ছোট ছোট ছেলে, মেয়ে বুড়ো, জোয়ান সবাই মিলে লেগে গেলেন বাঁধ বাঁধতে। একমাস অতিবাহিত হ'ল। বাঁধ অনেকটা হ'যে গেছে, এমন সময় শত্রুরা আক্রমণ ক'রলে। সকলে গাঁইতি কোদাল ছেড়ে তৎক্ষণাৎ রাইফেল নিয়ে ছুটলেন। শত্রুবা পিছন হাঁটল। আবার সব রাইফেল ফেলে গাঁইতি তুলে নিয়ে চল্লেন বাঁধ বাঁধাব কাজে। এইভাবে প্রতিনিয়ত শত্রুর আক্রমণ ও তার প্রতি আক্রমণের মধ্যে অনেক কষ্টে বাঁধ বাঁধা হ'ল। তাব উপর বেল লাইন পতা হ'ল; চল্ল ভরোশিলভেব বাহিনী নদী পেরিয়ে।

কিন্তু ইতি মধ্যে সামনেব লাইন সব শত্রুবা ভেঙ্গে চুরমার ক'বে দিয়ে গেছে। লালফৌজের অগ্রগামীবা বেল লাইন পাততে পাততে এগিয়ে চ'লে আব তার পিছন পিছন অতি মন্থর গতিতে চলে ভবোশিলভেব বাহিনী। পথে জারিতসিন থেকে খবর এল, কিন্তু সে খবর খুব ভাল নয়। সেখানে লালফৌজ খুব সঙ্কটাপন্ন। তাঁবা আসছিলেন জারিতসিনে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক আশ্রয়েব জন্য কিন্তু সেখানে পৌছিয়ে দেখলেন তাঁবাই সবুরী রক্ষার একমাত্র ভরসা।

ষ্টালিনের সাথে অবরুদ্ধ

ভরোশিলভ জারিতসিনে পৌছবামাত্র তাঁকে জারিতসিনের লালফৌজদের প্রধান সেনাপতি ক রে দেওয়া হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই ভবোশিলভেব কাছে এলেন একজন পলিটীক্যাল কমিসাব। তিনি আব কেও নয়, ভবোশিলভএর পূবণ বন্ধু—ষ্টালিন। আবার দুই বন্ধুতে লেগে প'ডলেন কাজে।

ষ্টালিনের সাহায্য পেযে ভবোশিলভ খুবই খুসী হ লেন। কারণ ষ্টালিনের আসাব আগে পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী খুটানাটী ব্যাপারে তাঁকেই মাথা ঘামাতে হ'যেছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শি তখনকার অবস্থাব বিববণে বলে গেছেন "ভরোশিলভকে সবখানেই দেখা যেত। লোকেবা যেখানে শষ্য গুদামে তুলছে প্রযোজন বোধে সেখানে ভবোশিলভ গিযে হাজির হ'চ্ছেন। আবার মেনশেভিকবা যেখানে মাথা চাডা দিযে উঠছে সেখানে তাদের তাডাতে ছুটছেন তিনিই, আবার কেও নিরাশ হ যে পডলে সেখানে ছুটছেন তাদিগকে উৎসাহিত ক রতে।" ষ্টালিন এসে পডায রাজনীতিকদিকটার ভাব তাঁর উপর ছেড়ে দিযে ভবোশিলভ অনেকটা নিশ্চিন্ত হ যে সামরিক দিকটায় বেশী নজর দিতে লাগলেন।

ক্লেম ভরোশিলভ

সামরিক দিক থেকে জারিতসিন এই সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটী হযে দাঁড়িযেছিল। জারিতসিনের অবস্থাটা তখন ঠিক শ্বেত সৈন্যদের পাঁজরের ভিতব দিযে গেঁথে দেওয়া একটী লাল ভোজালীব মত। অর্থনৈতিক দিক থেকেও তখন জারিতসিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ভল্গা নদী বেযে মস্কো ও পেট্রোগাড প্রভৃতিতে যে খাদ্য বোঝাই জাহাজ যাতাযাত ক'বছিল তাব নিবপত্তা বক্ষা জারিতসিনেব উপবই নির্ভব ক'বছিল। লেনিন শ্রমিকদের কথা দিযেছেন—"কটী মিলবে"। তাই ষ্টালিন ও ভবোশিলভ তাঁব কথা রক্ষা ক'বছেন। এদিকে জেনারেল ক্রাসনভের সৈন্যদল জাবিতসিনকে তিন দিক থেকে ঘিরে যেল্ল। জার্ম্মানবা গোপনে গোপনে ক্রাসনভকে সাহায্য পাঠাচ্ছিল। কেবল সহবেব পূর্ব্ব দিকে একটী খোলা পথ দিয়ে বাইবেব জগতেব সাথে সংস্পর্শ বাখা সম্ভব হচ্ছিল। ভবোশিলভ তাঁব সেই নানান ধবণেব লোকেব সমাবেশ, জগা খিচুড়ী সৈন্যদেব একত্রিত ক'রে সোভিয়েট রিপাবলিকেব দশম বাহিনীতে পরিণত ক'বলেন। শত শত মাইল দূরে লড়াইয়ে নিযুক্ত গরিলা বাহিনীব সাথে সর্ব্বদা সংযোগ বক্ষার জন্য তিনি তাঁব বাহিনীকে যতদূর দ্রুত চলনশীল ক'রে তোলা সম্ভব তার দিকে নজব দিলেন। এই উদ্দেশ্যে জেলায় যত মটর যান ছিল তিনি সবকে সামরিক কাজে ডেকে নিলেন

এবং সেগুলিকে দিযে পদাতিক সৈন্যদের দ্রুত চালনা করবার ব্যবস্থা ক'রলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁর আর্ম্মার্ড ট্রেনগুলিকেও যতদূর সম্ভব ব্যবহার ক'রতে লাগলেন।

এইরূপ অবস্থা বিপাকের মধ্য দিযেই জগতের সামরিক নেতাদের মধ্যে ভরোশিলভই প্রথম বর্তমান যান্ত্রিক বাহিনীর উদ্ভাবনা ক'বলেন। ২০ বছর পবে তিনি তাঁর সেদিনকাব স্বপ্নকে স্বপ্নাতীত সফলতায় পবিণত বরেন।

জারিতসিন নগর অবরোধের সময ভরোশিলভ প্রথম বুদেনিব সংস্পর্শে আসেন এবং পবে বুদেনিব গুণাবলী বুঝতে তাঁর পদন্নোতি করেন। বুদেনি পুরাতণ জার সৈন্যদলেব অশ্বারোহী সৈন্যের সার্জেণ্ট ছিলেন। কিছুকাল পবে ভরোশিলভ যখন অশ্বারোহী সৈন্যদেব একটা দল সংগঠন করাব প্রযোজন অনুভব কবেন তখন তিনি বুদেনির উপর সেই কাজেব ভার দেন। সেই পুরাতণ অশ্বারোহী সার্জেণ্ট, অন্তর্যুদ্ধেব রূপ কথার নাযক, আজ আবার সোভিযেটকে বাঁচিযে ফ্যাসিজমকে জগত থেকে বিলুপ্ত করাব জন্য সেই দক্ষিণ রুশেই জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত।

আজকের মত সেদিনও বুদেনি, ষ্টালিন আব ভরোশিলভ সমস্ত অবস্থা বিপাক ও নৈরাশ্যকে উপেক্ষা কবে দৃঢতার সাথে নগব রক্ষা ক'রাছলেন। ক্রাস্নভ্ বার বার চেষ্টা ক'বেও জারিতসিন অধিকাব কবতে পারলে না।

ক্লেম ভরোশিলভ

যখন শবতের মধ্য রাত্রির অন্ধকারে কামানের গর্জ্জন খানিকক্ষণের জন্য থেমে যেত তখন ভরোশিলভ আর ষ্টালিন, দুই বন্ধুতে ব'সে ব'সে কথা কইতেন। তাঁদের পিছনে ফেলে আসা দিনের কথা বলাব সময ছিল না, তাঁরা বর্ত্তমানের কথা ব'লতেন, সেইদিনকার কথা বলতেন। বিশেষ ক রে তাঁবা বলতেন ট্রট্স্কিব কথা।

এদেশে অনেকেব ধারণা আছে ট্রট্স্কি এবং ষ্টালিনের মধ্যে সম্ভবতঃ একটা কোন ব্যক্তিগত লড়াই ছিল। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁবা যেন ধনীর অপগণ্ড সন্তানদেব মত সম্পত্তির ভাগ নিযে কাড়াকাড়ি ক'রতে লেগেছিলেন এবং তাই নিযেই যত গণ্ডোগোল। আসলে কিন্তু ব্যাপারটাব মধ্যে মোটেই কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিলনা। আব ব্যাপাবটাও আজকালকের ব্যাপার নয। বছর পনোবো আগে যখন ট্রট্স্কিকে সোভিযেট ইউনিযন থেকে বহিষ্কাব ক বে দেওযা হয তার অনেক আগের থেকেই ট্রটস্কিব রাজনৈতিক মতামতের সম্বন্ধে ষ্টালিন ববাবব বিরোধীতা কবেছেন। যেকোন সঙ্কট মূহুর্ত্তে ট্রট্স্কি যখন লেনিনকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'বেছেন তখন ষ্টালিন এসে দাঁড়িযেছেন লেনিনের পাশে। এমনকি বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দেখাযায ষ্টালিন ববাবরই লেনিনের সাথে ট্রটস্কির অদূরদর্শিতা ও সুবিধাবাদী উগ্রবামপন্থী মনকে বাধা দিযে এসেছেন। কিন্তু এই বিরোধ খুব বেশী প্রকট হল জারিতসিন অবরোধের সময়ে।

ট্রটস্কি তখন সমর সচিব। তাঁর নির্ব্বাসন কাল আমেরিকায় কাটিযে এসে তিনি এই গুরুত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে একেবারে ডিক্টেটাবী চালে চল্‌ছিলেন। কাজেই তাঁর এই রকম হাবভাব যাঁরা দেশেব মধ্যে থেকে এতদিন বিপ্লবটাকে সজীব ক'রে বেখেছেন তাঁদিকে মোটেই ভাল লাগছিল না। এতকাল আমেবিকায কাটাযে হঠাৎ এসে সব বিষযে, কাবণে অকাবণে ট্রট্স্কির মোড়লী চালানোটা যারা বিন্দু বিন্দু রক্তদিযে বিপ্লব সাধন ক বেছেন তাঁদেব কাছে নিতান্তই অসহ্য মনে হত। ট্রট্স্কিব বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল যে তিনি জার তন্ত্রেব আমলেব সামবিক অফিসাবদেব (যেমন ভ্যাজেটিস ইত্যাদিকে) বেশী পছন্দ ক'রতেন অথচ বিপ্লব-সৃষ্ট সামবিক নেতা (যেমন ভবোশিলভ ইত্যাদিকে) মোটেই আমলদিতে চাইতেন না, এমন কি বিবোধীতাও ক'রতেন। যদিও নিযমতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযাযী ভরোশিলভ বহুদূবে অবস্থিত একজন পুরাতন জারতান্ত্রিক অধিনাযকের অধীনে ছিলেন তবুও ভবোশিলভ সেটাকে খুব একটা বড জিনিষ মনে ক'বতেন না। কাবণ তখনকাব অবস্থা ঠিক সেবকম ছিলনা। তখন স্থানীয নেতাদের উপরই যুদ্ধেব প্রায সমস্তটাই নির্ভর ক'বত। কিন্তু ট্রট্স্কির আমলাতান্ত্রিক মন কিছুতেই এযুক্তি মানতে রাজি ছিলনা। তাঁর মতে ভরোশিলভের অধিনাযক ভ্যাজেটীস, তিনি জারিতসিনেব স্থানীয অবস্থা জানুন আর নাই

জাম্মুন তিনি হ'লেন একজন ঝানু সামরিক অফিসাব অতএব ভবোশিলভকে ভাজেটীসেব আদেশ নিযে কাজ ক'রতেই হবে। ভরোশিনভেব কাছে তাঁব মোটব-বাহিনী যতই প্রযোজনীয মনে হ'ক না কেন ভ্যাজেটীস যদি তা উদ্ভট মনে কবেন তাহ'লে ট্রট্স্কিব মতে ভবোশিলভকে মোটর-বাহিনী পবিত্যাগ ক'বতে হবে। ট্রট্স্কিব এই সমস্ত পীডাদাযক আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ভবোশিলভ কখনই সহ্য ক'বতেন না। ভবোশিলভেব দিক থেকে ট্রটস্কিকে অবিশ্বাস করার এছাডা আরও অনেক কাবণ ছিল।

যে কারনেই হ'ক যখনই ট্রট্স্কিব কাছথেকে জাবিতসীনেব জন্য সৈন্যেব আবেদন কবা হ'যেছে তখন হয ট্রট্স্কি তা পাঠান নাই কিম্বা এমন সব সৈন্য পাটিযেছেন যাবা সঙ্কট কালে শত্রুপক্ষেব সাথে গিযে যোগ দিযেছে। এবকম যে একবার হযেছে তা নয, বাব বাব হ'যেছে। কাজেই ষ্টালিন বা ভবোশিলভ কেওই তাঁদের সমব সচীবেব উপর শ্রদ্ধা পোষন কবতে পাবেন নাই।

ট্রট্স্কি যেসব জিনিষ পাঠাতেন তাব মধ্যে একটী জিনিষ ছিল খুব খাঁটী আব নির্জ্জলা। প্রতিনিযত যে টেলিগ্রাম গুল ট্রট্স্কি পাঠাতেন তাব মধ্যে কোন ভেজাল থাকতনা। কেখনও কৈফিয়ৎ তলব ক'বে, কখনও আদেশ মানবার দাবী ক'রে,

কখনও ভীষণ শাস্তির ভয় দেখিযে, প্রত্যহ টেলিগ্রাম এসে হাজির হ'ত।

সেই সময়কার ইতিহাসকে ভিত্তিক'বে বর্ত্তমানে সোভিযেটে যে মিউজিয়াম বা যাদুঘর আছে সেখানে গেলে আজও একটী টেলিগ্রাম দর্শকরা দেখতে পাবেন যাতে বিজযগর্ব্বে ভরোশিলভকে আদেশ দেওযা হ'যেছে নসোভিচ নামে একজন জাবতান্ত্রিক সমব নাযককে কর্ম্মভাব বু'ঝিযে দিতে।

সেই টেলিগ্রামের উপর হাতে লেখা একটী মন্তব্য ব যেছে, লেখাটী ষ্টালিনেব। যা লেখা আছে তাব অর্থ হ'ল :—"এই বিষযে কোন বিবেচনাব দবকাব নেই।"

কিন্তু এমনি ক'বে আর বেশীদিন চলে না। ট্রটস্কি দেখলেন তাঁর সমব সচীবের পদ নিবর্থক হ'যে উঠছে। তিনি লেনিনের আশ্রয গ্রহণ ক'রলেন। লেনিনেব কাছে নানান ভাবে ষ্টালিনেব এবং ভরোশিলভের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। অন্যদিকেও নানা ভাবে চেষ্টা ক'রে তিনি ষ্টালিনকে জারিতসিন থেকে ফিরিযে আনাব ব্যবস্থা ক'রে, স্বশবীরে জারিতসিনে ভরোশিলভেব কাছে এসে হাজিব হ'লেন। উভয়ের মধ্যে নাটকীয ভাবে এক সাক্ষাৎকার হল।

ট্রটস্কি ভবোশিলভেব কাছে জানতে চাইলেন "বলুন কমরেড! জাতরিসিনে সমর সচীবের এবং অন্যান্য অধিনায়ক-দের আদেশ কি ভাবে পালিত হ'য়েছে ?"

ভরোশিলভ অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "আমরা সেই সব আদেশ ঠিক ভাবে পালন ক'রেছি যেগুলি পালনের উপযুক্ত মনে করেছি।"

ট্রট্স্কি বল্লেন, "আমিও ঠিক তাই জানতাম। কিন্তু কমরেড্ এখন থেকে আপনাকে প্রত্যেকটী আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রতে হ'বে। যদি কোন একটী আদেশ অমান্য করা হয় তাহ'লে আপনাকে তৎক্ষণাৎ বিপ্লবী বিচারালয়ের সামনে আনা হবে আর গুলি করা হ'বে। বুঝেছেন? বাস্।" ভরোশিলভ এই স্বর্ত্তে কাজ করতে অস্বিকার ক'রলেন। সুতরাং তাঁকে উক্রাইনে বদলী করে দেওয়া হ'ল।

কিছুদিনের মধ্যেই জেনাবেল্ র‍্যাঙ্গেলের হস্তে জারিতসিনের পতন হল।

ডেনিকিনের অবসান

১৯১৮ সালে ১১ই নভেম্বর মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হ'ল। কিন্তু শিশু সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বৈদেশিক ধন-তান্ত্রিকদেব ষড়যন্ত্রেব অবসান হ'ল না। ১৯১৯ সালেব ১৭ই নভেম্বব তদানীন্তন বৃটীশ প্রধান মন্ত্রি লযেড জর্জ্জ হাউস্ অফ্ কমন্সে বলেছিলেন "আমাদেব এ দেশেব মত পৃথিবীব কোন দেশ বাশিযাব বিপ্লব বিবোধীদেব সাহায্যে টাকা ঢালে নাই· একটী দেশও না। ফ্রান্স, জাপান, এমেবিকা সবাই ঢেলেছে বটে— কিন্তু বৃটেন এই সমস্ত শক্তি একত্রে যা খবচ কবেছে তাব চাইতেও বেশী টাকা ঢেলেছে। ম্যান্সন্ হাউসে আব একটী বক্তৃতায তিনি হিসাব দিযেছিলেন যে বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট প্রায ১০০ মিলিযন অর্থাৎ দশ কোটী পাউণ্ড খবচ ক'বেছে সোভিযেটকে ক্ষমতা চ্যুত কবার জন্য। ভবোশিলভ হ'লেন তাঁদেরি একজন যাঁদেব কাবণে এই বিবাট অর্থব্যয (যাব জন্য এখনও আমবা ট্যাক্স বহন ক'বছি) ইপ্সিত ফল দিতে পারে নাই।

১৯১৮ সালে যখন জার্ম্মাণীর পতন হ'ল তখন স্বভাবতই উক্রাইন ও অন্যান্য স্থান থেকে জার্ম্মান বাহিনী অপসারিত হ'ল। কিন্তু এর তুলনায জার্ম্মান যুদ্ধ বিরতির সুযোগ পেযে মিত্রশক্তি যে ভাবে চাপ দিতে লাগলেন তাতে সোভিযেটের অবস্থা

আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। তিনজন হোয়াইট রাশিয়ান জেনারেল বা বিপ্লব বিরোধী অধিনায়ক, এঁদের সাহায্য পেয়ে বলশেভিক ক্ষমতাকে সঙ্কটাপন্ন ক'রে তুল্ল।

বাল্টীক দেশগুলির থেকে ইউদেনিচ পেট্রোগ্রাডের সামনে অগ্রসর হচ্ছিল। ওদিকে কল্চাক্ সাইবেরিয়ার থেকে পশ্চিমে চাপ দিয়ে ইরানে এসে পড়ছিল। তার লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় রাশিয়ার সমতল ভাগের উপর। আর দক্ষিণে যেখানে ভরোশিলভ ছিলেন, ডেনিকিন্ মহোল্লাসে মস্কোর প্রায় ২০০ মাইলের মধ্যে এসে পড়েছিল। "ডেলি-এক্সপ্রেস" পত্রিকার যে প্রতিনিধি ডেনিকিনের ফৌজের সাথে ছিলেন তিনি বিবরণ দিয়েছেন কেমন ভাবে বৃটীশ বৈমানিক, গোলন্দাজ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা নিয়ত ডেনিকিনকে সাহায্য করছিল ও কেমন ভাবে সময় সময় তাদের হস্তক্ষেপের ফলে ডেনিকিন নির্ঘাত পতন থেকে বেঁচে যাচ্ছিল।

আবার সাইবেরিয়াতেও সেই রকম কল্চাকের নামে সাধারণ লোকে একটা গানই বেঁধে ফেলেছিল :—

ব্রিটীশের পোষাকে
ফরাসীর সাজ,
জাপানীর তামাক খেয়ে
কলচাকের নাচ।

* * *

লাল মার্শাল

পোষাক ত ছিঁ'ড়ল
সাজও ত' গিয়েছে
তামাকু ফুরোল'
কলচাক 'মরেছে।

এই গানের থেকেই বোঝা যায় যে এই সমস্ত বিদেশী শক্তির সাহায্য এতদূর প্রকট ছিল যে সাধারণ লোকেও তা নিয়ে গান বেঁধে ফেলেছিল। মোট কথা সোজা ভাষায় বলতে গেলে বিদেশী সাহায্য না পেলে কল্চাক্ ডেনিকিন্ বা ইউদেনিচ্ প্রভিতির একদিনও টীকে থাকার সামর্থ ছিল না।

১৯১৯ সালের প্রথম দিকে ভরোশিলভ উক্রাইনের পিপল্‌স্ কমিসার, খারখব সামরিক অঞ্চলের মিলিটারি কমাণ্ডার আবার চর্তুর্দ্দশ সেনাদলেব অধিনাযক এই তিনটী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গ্রীষ্মের সময ডেনিকিন্ খারখব অধিকার ক'রে সাবা উক্রাইন দখলীভূত ক'রল। ১৩ই অক্টোবের মধ্যে ডেনিকিন্ মস্কো থেকে ২০০ মাইল দূবে ওবেলে পৌছিযে টুলাব দিকে দূত অগ্রসব হচ্ছিল। টুলা হাতে এলে সামরিক দিক থেকে এক অতি মূল্যবান স্থান ডেনিকিনের দখলে আসে, রাজধানী খুবই নিকটে এসে পড়ে। ওদিকে ইউডেনিচ একেবারে পেট্রোগ্রাডের সামনে হাজির। জগতের ধনতান্ত্রিকরা তখন মহা উল্লাসে মত্ত, তারা ধরে নিয়েছে বলশেভিকদের পরমাযু আর কযেকদিন মাত্র।

চারিদিকে এই রকম সঙ্কট ও হতাশার ঘনান্ধকারের মধ্যে ভরোশিলভ আবার তাঁর স্বস্থানে ফিরে এলেন। লেনিন নির্দ্দেশ দিলেন 'যা কিছু আছে ডেনিকিনেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে লাগাও।' ষ্টালিন, ভরোশিলভ আর বুদেনিকে পাঠান হ'ল বিপর্য্যস্ত দক্ষিণ মোহড়াকে বেঁধে ফেলবার জন্য। ষ্টালিন এই স্বর্ত্তে কাজেব ভার নিতে স্বীকৃত হ'লেন যে, ট্রট্স্কি তাঁদেব কাজে কোন বকম হস্তক্ষেপ ক'রতে পাবেন না। চারিদিক থেকে লালফৌজ ডেনিকিনকে বাধা দেওয়ার জন্য সমবেত হচ্ছিল। ট্রট স্কি আর তাঁর বন্ধুবা মিলে পা'টা আক্রমণের একটা পরিকল্পনা ঠিক ক'বেছিলেন। ভবোশিলভ তাঁর অনন্য সাধারণ সামরিক দূরদর্শিতার জন্য তৎক্ষণাৎ এই পরিকল্পনার মাবাত্মক ক্রটীগুলি ধবে ফেল্লেন। ষ্টালিনকে তিনি সেগুলি বুঝিযে দিযে ষ্টালিনের পবামর্শে একটা নূতন পরিকল্পনা খাড়া ক'বলেন। ট্রট্স্কির দল প্রস্তাব ক'রেছিলেন পূর্ব্ব দিকে কসাকদেব দেশের মধ্য দিযে পা'টা আক্রমণ চালাতে হবে। ভরোশিলভ দেখিযে দিলেন যে কসাকরা বরাবর বিপ্লব বিরোধী, ওদেব দেশের মধ্যে দিযে আক্রমণ চালালে উল্টে ওবাই আরও জোরে প্রতি আক্রমণ চালাবে ফলে, লালফৌজ বিপর্য্যস্ত হবে। কিন্তু যদি উক্রাইনে খাবখবের উপবে ডনবাসেব মধ্য দিযে আক্রমণ চালানো যায তাহ'লে বন্ধু ভাবাপন্ন উক্রাইন ও বিপ্লবী ডনবাসীরা ববাবরই লালফৌজকে

সাহায্য ক'রবে। ভরোশিলভের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কমিটীতে পাঠানো হ'লে তাঁরা সেটা গ্রহণ ক'রলেন এবং ভরোশিলভকে বিচ্ছিন্ন অশ্বারোহী সৈন্যদের সমবেত ক'রে সোভিয়েটের প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী গঠন ক'রতে আদেশ দিলেন। ভরোশিলভ কাজে লাগলেন আর তাঁর দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে কাজে লাগলেন বুদেনি। অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর এই তিন মাসে পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সংগ্রাম হয়ে গেল।

১৯শে অক্টোবর লালফৌজ ওরেল থেকে ডেনিকিন্‌কে হ'টীয়ে দিল। ২০সে শুভ সংবাদ এসে পৌছল যে আগের দিন ইউদেনিচ্‌ পেট্রোগ্রাডের মাত্র আট মাইল দূরে থাকতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়েছে। এই সমস্ত আশাপূর্ণ সংবাদ পেয়ে মহোল্লাসে লাল ফৌজ এগিয়ে গিয়ে ভরোনেজ্‌ দখল করল।

অক্টোবরের শেষ তারিখে ডেনিকিন্‌ দ্রুত পিছু হাঁটতে লাগল, মস্কোর নিরপত্তা ফিরে এল। কিন্তু থামলে চলবে না। প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী ঝড়ের মত দক্ষিণে এগিয়ে চল্ল।

১৯শে নভেম্বর লালফৌজ কুর্স্কে পৌছাল। ডেনিকিন্‌ এখন মূল রাশিয়া থেকে বিতাড়িত। এবার উক্রাইন পরিষ্কারের পালা।

১১ই ডিসেম্বর লালফৌজ আবার খারখবে ফিরল। ১৯১৯ সালের শেষ তারিখে লালফৌজ ডেনিকিনের প্রধান সৈন্যদল

দ্বিধাবিভক্ত ক'রে ফেল্লে আর ডোনেট্‌সের কয়লার খনিগুলো তাদের হাতে চ লে এল।

পশ্চিমে লালফৌজ উক্রাইনের প্রধান সহর কীয়েভ দখল ক'রল। পূর্ব্বে ওরা জানুয়ারী আজকাল যার নামকরণ হ'য়েছে ষ্টালিনগ্রাড সেই জারিতসিনে সোভিয়েটের লাল পতাকা আবার উড়তে লাগল। ভরোশিলভ আর তাঁর ঘোড়সাওয়ার তবুও ছুটে চললেন। ১০ই জানুয়ারী ডেনিকিনকে রসটভ্ থেকে তাড়িয়ে উত্তর ককেশাসের প্রান্তরে পাঠিয়ে দিলেন।

তবুও ডেনিকিন্ আর একবার শেষ চেষ্টার জন্য তার সৈন্যদের পুনর্ব্বার সঙ্ঘবদ্ধ ক'রল। কিন্তু ভরোশিলভ আগের থেকে তাঁর পরিকল্পনা বুঝতে পেরে এমন ভাবে তড়িত আক্রমণ ক'রলেন যে ডেনিকিনের শেষ চেষ্টা ধূলিস্মাত হ'য়ে গেল। যারা বেঁচে রইল তারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে কৃষ্ণ সাগরের তীরে তাদের জন্য অপেক্ষারত বৃটীশ ও ফরাসী জাহাজ গিয়ে উঠে প্রাণ বাঁচাল।

১লা এপ্রিল কন্‌ষ্টান্টিনোপলের বৃটীশ হাই কমিশনার ডেনিকিনের কাছে লাল সমর নায়কদের প্রদত্ত সর্ত্তাবলী গ্রহণ ক'রতে নির্দ্দেশ দিয়ে ডেনিকিন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন :—

"বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছেন

এবং সেইটিই হ'ল একমাত্র কারণ যার জন্য তিনি এতদিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাতে পেরেছেন। সুতরাং তারা (অর্থাৎ বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট) আশা করে যে তিনি (ডেনিকিন) এই সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ ক'রবেন।"

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ভরোশিলভের সেদিনের জয় শুধু ডেনিকিন্ বিজয় নয় সেদিনকার ইউরোপে যারা সর্ব্বময় কর্ত্তা তাদের উপর জয়। বৃটীশ ও ফরাসী ধনতান্ত্রিকদের শত চেষ্টা সত্বেও ডেনিকিন্ জিততে পারল না। তাকে পরাজয়ই স্বীকার ক'রতে হ'ল।

আবার ষড়যন্ত্র

১৯২০ সালের মাঝামাঝি ইউরোপীয় রাশিযার অধিকাংশেই সোভিয়েট শক্তি সমস্ত বিরোধী শক্তিদের পরাজিত করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভরোশিলভের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের লীলা ভূমি ডন্‌বাস্‌ স্বাধীন ও মুক্ত হয়েছে। ভরোশিলভের সামনে এখন প্রশ্ন এল তিনি কি ক'রবেন? তিনি কি ডন্‌বাসেরই উন্নযনের জন্য কাজে লাগবেন, না আবারও ঘোড়'র পিঠে থেকে অন্যান্য স্থান থেকে সোভিয়েট শত্রুদের সরিয়ে দেবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হবেন। ভরোশিলভের হয়ত মনে মনে ডন্‌বাসের শিল্পকেন্দ্রগুলিকে পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে সোভিয়েটএর শিল্প উন্নতির জন্য চেষ্টা করার ইচ্ছা ছিল।

কিন্তু কম্যুনিষ্টরা কোথায় কাজ ক'রবে, কোথায় থাকবে এ বিষয়ে যদিও তাদের ব্যক্তিগত মতামতের দিকে লক্ষ রাখা হয়ে থাকে তবুও পার্টির সিদ্ধান্তই হ'ল তাদের শেষ সিদ্ধান্ত। পার্টি যেমন নির্দ্দেশ দেয় কম্যুনিষ্টরা সেই মতই ক'রে থাকে। পার্টি যেখানে যেতে ব'লে সেইখানেই যায়। পার্টির সঙ্গে তাদের জীবন ও কাজ একেবারে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। পার্টির বাইরে কম্যুনিষ্টদের ব্যক্তিগত জীবন

সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সেইজন্য ভরোশিলভেরও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা সম্ভব নয়। কম্যুনিষ্ট নেতারা আবার নিজেদের সম্বন্ধে কখনও বেশী কিছু বাইরে বলেন না। তবুও একটা ছোট্ট ব্যক্তিগত খবর পাঠকদের ব'লে দেওয়া দরকার। আমাদের কমরেড ভরোশিলভ এরই মাঝে একদিন একজন সুন্দরী নৃত্যশিল্পী মহিলাকে—বিয়ে ক'রে ফেলেছেন। মহিলাটীর নাম ক্যাথরিণ ডাভিডোভ্না। এই মহিলার সম্বন্ধে নানারূপ রোমাঞ্চকর কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায় অবশ্য সে সব গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। এসব ব্যাপার নিয়ে অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েটে খুব বড় একটা আলোচনা হয় না। সেখানকার জনসাধারণও মনে ক'রে তাদের নেতাদের ব্যক্তিগত জীবন তাঁদের নিজস্ব ব্যাপার, ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন সাধারণের নাই। নেতারাও সেজন্য ব্যক্তিগত স্মৃতি নিয়ে আত্মজীবনী রচনা করেন না। বিদেশী সংবাদপত্র প্রতিনিধিরাও সোভিয়েটে গিয়ে কম্যুনিষ্ট নেতাদের সম্বন্ধে এসব সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে হতাশ হন। তাঁরা ত আর জানেন না যে এইসব নেতাদের জীবন পার্টির সাথে অঙ্গাঅঙ্গী ভাবে জড়িত। তাই ১৯২০ সালে ভরোশিলভ যখন হয়ত ডন্‌বাসের উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করার ইচ্ছা ক'রে থাকবেন তখন তাঁর উপর আদেশ এল

আবাব সৈন্য পবিচালনা করার জন্য। পোল্যাণ্ড এই সময স্বাধীন হযেছে কিন্তু পোলিশ ধনিকরা তাতে ক্ষান্ত না হ'যে তারা ১৭৭২ সালে তাদেব যে ক্ষাজন্মা সাম্রাজ্য হযেছিল, যাব সীমানা উক্রাইন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হযেছিল সেই সাম্রাজ্য পুনস্থাপনের স্বপ্ন দেখতে আবম্ভ ক বল। পোল্যাণ্ড সামবিক অধিনাযকত্বের অধীনে স্বেচ্ছাচাবী রাষ্ট্রে পবিণত হ'ল। এই সমযেব টাইম্‌স্ পত্রিকাব ওযাবসব সংবাদাতা জানান "বাস্তাব মধ্যে প্রত্যেক পাঁচ জনাব মধ্যে একজনকে সমবসজ্জায সজ্জিত দেখা যাচ্ছে। কি দুঃখের বিষয যে, এইসব যুবকবা যাদেব এখন ক্ষেতে খামাবে কাজ কবাব বা শিক্ষা সমাপ্ত কবাব সময তাবা সেইসব ছেড়ে চ'লেছে যুদ্ধ কবতে।" এখানেও ফবাসী ও বৃটাশ সবকাববা পোল্‌দিগকে উৎসাহিত কবার জন্য বহুলাংশে দাযী। ১৯২০ সালেব ৫ই জানুযাবীব মর্ণিং পোষ্ট পত্রিকা লেখেন "বসন্তকালে বলশেভিকদেব বিরুদ্ধে একটী পোলীশ অভিযান পবিচালিত হ'বে কি না এ প্রশ্নেব উত্তব অনেক খানিই নির্ভর ক'বছে ফ্রান্স ও বৃটেনেব উপব।"

এব ঠিক দু'দিন পবে টাইমস পত্রিকায লেখা হ'ল:—

"যদি সোভিযেট উচ্ছেদেব জন্য পোলাণ্ডকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সেব দ্বাবা সাহায্য ও উৎসাহিত করাই ঠিক হ'য়ে থাকে তা হলে এটা জানা দবকাব যে শুধু সামরিক প্রযোজনীয নয়

পোলাণ্ডকে তার ঘর সামলান ও অর্থনৈতিক দূরবস্থার উন্নতির জন্য সাহায্য করা খুবই দরকার।"

পোলাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই সময় অত্যন্তই খারাপ ছিল। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, টিউবারকুলসিস,টাইফুস, ও ডিসেণ্টারী ভীষণ মহামারীর আকার ধারণ করেছিল। সত্যই এ সময় পোলবাসীদিকে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে উৎসাহিত না ক'রে তাদের ঘর সামলাতে উপদেশ ও সাহায্য দিলে তাদের অনেক উপকার হ'ত। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ,রাষ্ট্রনীতি অপরকে সাহায্য করে তার নিজের স্বার্থ বজায কবার জন্য, সাহায্য গ্রাহকের স্বার্থে নয। আজকে যেমন কনটীনেণ্টাল ইউরোপ থেকে অপসারিত বৃটীশ শক্তি সোভিয়েটের সঙ্গে মিতালী ক'রতে উৎসাহিত সেদিন তেমনি ইউরোপেব ভাগ্য বিধাতা, ফরাসী ও বৃটীশ শক্তি সোভিয়েটকে উৎখাত করবাব জন্যই ব্যগ্র ছিল।

ভরোশিলভকে এই সময কি রকম বিপদের সম্মুখীন হ তে হয়েছিল সেইটুকু বোঝার জন্য উপরোল্লিখিত ইতিহাসটুকু জানার দরকার। বিশেষ আজও যখন অনেকের ধারণা আছে যে সোভিয়েট ১৯৩৯ সনে পোলাণ্ডে ও ফিনল্যাণ্ডে যা করেছে তা নিতান্তই অন্যায় তখন এটা জেনে রাখা ভাল যদি তাই হ যে থাকে তা হ'লেও তার যথেষ্ট কারণ ছিল। এইখানে ব'লে রাখা ভাল ফিনল্যাণ্ডের ইতিহাস এদিক থেকে ঠিক

পোলাণ্ডেরই মত। কিন্তু তাই ব'লে যদি কেও মনে করেন যে এইজন্য ভরোশিলভএর পোল ও ফিনুবাসীদের উপর জাত-ক্রোধ আছে তা হ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন। কারণ ভরোশিলভ সে ধাতেরই লোক নন। তিনি নিজে একজন শ্রমিক, একজন কম্যুনিষ্ট, তিনি নিজেকে একজন আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের কর্ম্মি ব'লে জানেন। তিনি বিশ্বাস করেন জগতের শ্রমিক চাষীরা সব এক। তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। তিনি জানেন যে তাদের এই অন্তনিহিত ঐক্য, উপরের সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে একদিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রবেই। কাজেই তাঁর পক্ষে কোন জাতির কোন মানুষের প্রতি জাতক্রোধ থাকা অসম্ভব। পোল, জার্ম্মাণ, ফিনিশ, হাঙ্গেরিয়ান, রুমানিযান জনতাদের তিনি কোনদিন ঘৃণা করতে পারেন না—তাদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, হিটলার, ম্যানারহিম, আণ্টানেস্কু প্রভৃতির সম্বন্ধে যে ধারণা তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শেষের ব্যক্তিদের যেমন তিনি ঘৃণা করেন তাদের দেশবাসীদের তিনি তেমনি ভালবাসেন যদিও একাধিকবার তাদের অনেকের সাথে তাঁকে লড়তে হ'য়েছে ও হচ্ছে।

তাঁর এই মনোভাব অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল বছর দু'তিন আগে লাল ফৌজের নিকট প্রদত্ত তাঁর একটী বক্তৃতায়। লাল ফৌজের শত্রুকে পরাজয় করার ক্ষমতা

সম্বন্ধে তাঁর স্বাভাবিক আস্থা জ্ঞাপন ক'রে তিনি বল্লেন আমরা শত্রুকে পরাজিত ক'রতে চাই—"কিন্তু সব চেয়ে কম লোকক্ষয় ক'রে, শুধু নিজেদের নয় বিপক্ষেরও।"

এই কথা কযটী ভরোশিলভের চিত্তকে অতি স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে। ভরোশিলভ রক্তপিপাসু সমরবীদ নন। তিনি যুদ্ধের জয়গান গান না। তিনি শুধু জানেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত শিশু সমাজতান্ত্রিক সমাজের বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধের প্রযোজন আছে, তাই তিনি যোদ্ধা—তাই তিনি বর্ত্তমান লালফৌজের শ্রষ্টা। আসলে অন্তরের থেকে তিনি যুদ্ধ জিনিষটা চান না, তাকে ঘৃণা করেন।

কিন্তু এখনকার লাল ফৌজ আর ১৯২০ সালে তিনি যে লালফৌজ নিয়ে পোলিশ সমরনাযকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন এ দুইএ আকাশ পাতাল প্রভেদ।

পোল্যাণ্ডের সমর নাযকরা ডেনিকিনের পরাজয নিশ্চিত হওযা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে ব'সে ছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে ডেনিকিন যদি জেতে ও রাশিযার শাসক হয তাহ'লে শেষ পর্য্যন্ত পোলাণ্ডকে আবার সে রুশ সাম্রাজ্যের ভিতর টেনে আনবে। পোলাণ্ডের অপেক্ষা ক'রে থাকার আরও কারণ এই ছিল যে যদি ডেনিকিনই সোভিযেট উচ্ছেদে সফল হয তাহ'লে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আর পোলাণ্ডকে সাহায্য ক'রতে আসবে না। আর ওদের সাহায্য না পেলেত' কিছুই হ'বে না।

তাই যখনই দেখা গেল যে ডেনিকিন নাজেহাল, হ'য়েছেন তখনই পোলাণ্ড সোভিয়েটের কাছে এমন কতকগুলি দাবী উত্থাপন ক'রল যেগুলি টাইমস্ পত্রিকা পর্য্যন্ত "কিম্ভূতকিমাকার" বলে বর্ণনা করেছিল।

বলা বাহুল্য এই সব দাবী প্রত্যাক্ষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পোলীশ সৈন্য তড়িৎ গতিতে সমস্ত পশ্চিম উক্রাইন পদানত ক'রে কীযেভে প্রবেশ করে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের নামে এই সময় পোলাণ্ডের রাষ্ট্রনেতা পিল্‌সুড্‌স্কির নিকট অভিবাদন জানিয়ে একটী টেলিগ্রাম পাঠানো হয়।

ডেনিকিনের সৈন্যের শেষাংশের পিছনে ধাবমান প্রথম অশ্বারোহী বাহিনী ও ভরোশিলভের উপর তৎক্ষণাৎ উক্রাইনে ফিরবার জন্য আদেশ এল। তাঁদিকে দ্রুত সংগঠিত সোভিয়েট মোহড়ার বামে অর্থাৎ দক্ষিণে রাখা হ'ল। ভরোশিলভকে তুকাচেভ্‌স্কির সর্ব্বময় ক্ষমতার অধীনে থাকবার আদেশ দেওয়া হ'ল

ষ্টালিন আবার ভরোশিলভের পাশে এসে দাঁড়ালেন, আর বুদিনিও থাকলেন সাথে। ওদিকে তুকাচেভ্‌স্কি রইলেন সমর সচিব ট্রট্‌স্কির সাথে নিয়ত সংযোগে। সুতরাং ১৯২০ সালেই বিভেদের সীমারেখা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল ব'লতে হ'বে।

আবার, ভরোশিলভ এবং বুদেনি দুর্ব্বার বেগে এগোতে আরম্ভ ক'রলেন। ঠিক ডেনিকিনের মতই পোলীশ সৈন্যকেও

তাঁরা দ্বিধাভক্ত ক'বে' ফেললেন। জুনের গোড়াতেই তাঁরা কীযেভ পরিবেষ্টন ক'বে পোলাণ্ডের সাথে রেলপথ যোগাযোগ ছিন্ন ক'বে পোলদিকে কীযেভ পবিত্যাগ ক'রতে বাধ্য করেন। তাবপর উক্রাইনেব সীমা অতিক্রম ক'রে গ্যালিসিযা পর্য্যন্ত দুর্ব্বাব বেগে এগিযে গেলেন। অনিচ্ছুক অভিজ্ঞদেরও স্বীকার কবতে হ'যেছে যে অশ্বাবোহী সৈন্যের এমন আক্রমণ নেপো-লীযনেব পব আব হয নাই। ওদিকে উত্তরে ও মাঝে সোভিযেট ফৌজ আগিযে গিযে ভীসচুলা অতিক্রমণ ক'বলে। জুনেব শেষ তাবিখে ৫০০ মাইল দীর্ঘ ব্যাপী সমগ্র মোহডায পোলীশ সৈন্য পশ্চাতে হ'টতে লাগল। আগষ্টেব মাঝামাঝি তুকাচেভ্‌স্কি ওযাবস'র বহির ভাগেব দুর্গবেষ্টনীব সামনে এসে পডলেন।

এব পব যে ঠিক কি হ'যেছে সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে খানিকটা মত বিবোধ আছে। যে কাবণেই হ'ক এই সময ষ্টালিন ও ভরোশিলভ তডিৎ গতিতে তুকাচেভস্কির সাহায্যে না এসে দক্ষিনেই তাঁদেব আক্রমণ চালাতে থাকেন। যে কারণেই হ'ক এ সময ষ্টালিনের সমর্থনে ক্লেম, তুকাচেভ্‌স্কির আদেশ অমান্য করেন। এদিকে ফরাসী অধিনায়ক জেনারল ওয়েগাঁর অধীনে পোলরা যে প্রতি আক্রমণ চালালো তুকা-চেভস্কি তা ঠেকিযে রাখতে পারলেন না। যেমন গতিতে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন তেমনি ভাবে আবার ফিরে

আসলেন। অক্টোবর মাসে রীগাতে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল, তাতে সোভিয়েট বিগত ১৯৩৯ সালেব সেপ্টেম্বরে পুনরধিকৃত স্থান গুলি ছেড়ে দিল। ভবোশিলভ তাঁর সৈন্য সামন্ত ঠিকভাবে বাঁচিযে ফিরৎ আনলেন। এইভাবে ফিরে আসা সম্ভব হ'ত না যদি ভরোশিলভ তুকাচেভ্স্কির আদেশ পালন ক'রতেন।

এদিকে রীগার চুক্তি স্বাক্ষর হ'তে না হ'তে ডেনিকিনের পুবাতন বন্ধু জেনাবল র‍্যাঙ্গেল ক্রিমিযাকে কেন্দ্র ক'রে, এক বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে, উইক্রানের মধ্য দিযে, মস্কোর দিকে অগ্রসর হ'তে আরম্ভ বরেন। আবার ভবোশিলভকে সেখানে পাঠানো হ'ল। ভবোশিলভ র‍্যাঙ্গেলকে পিছন হটায়ে, ক্রিমিয়াব সমুদ্র তীরে এনে, নভেম্ববের এক অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রেব জল ঠেলে এমন এক আকস্মিক আক্রমণ করলেন যে কোনমতে তারা পালিযে ফবাসী ও বৃটীশ জাহাজে উঠে কন্সটান্টিনোপ্লে গিযে প্রাণ বাঁচাল।

ভরোশিলভ উত্তরে ফিরলেন। কিন্তু তাঁর বিশ্রাম নাই।

১৯২১ এর মার্চ্চ মাসে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির দশম সাধাবণ অধিবেশনে যোগদানেব জন্য তিনি প্রতিনিধি হ'যে গেলেন। কিন্তু অধিবেশন বসবাব দশদিন আগে ক্রনষ্টাডে সৈন্য ও নাবিকদের মধ্যে বিদ্রোহ হ'ল। ক্রনষ্টাড্ হ'ল লেনিনগ্রাডের সম্মুখের সমুদ্র রক্ষার নৌবহরের

ঘাঁটী। আবার ভরোশিলভ বরফ ঢাকা সমুদ্রের উপর দিয়ে আক্রমণ চালালেন এবং চিরদিনকাব কথিত অভেদ্য দুর্গের পতন হ'ল। সেখান থেকে পার্টি সম্মেলনে ফিরতেই তাঁকে পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটীতে নির্ব্বাচিত করা হ'ল। এব পূর্ব্বে আর কখনও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হন নাই।

পার্টিব দশম সম্মেলন অনেক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সময় পার্টিব মধ্যে ভীষণ সঙ্কট দেখা দিযেছিল। অধিবেশনে লেনিনেব প্রস্তাব, ষ্টালিন, ভরোশিলভ ও অন্যান্য খাঁটী বলশেভিকদেব সমর্থনে শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হ'ল। এর পব পার্টিব প্রায এক লক্ষ সত্তব হাজাব সভ্যকে অর্থাৎ প্রায একের চাব ভাগ সভ্যকে পার্টি থেকে বহিষ্কাব করা হয়। এর থেকেই বোঝা যায যে, যে অধিবেশন এতগুলি সভ্যকে বাব ক'বে দিতে বাধ্য হয তার গুরুত্ব কত বেশী। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনই ভবোশিলভকে পার্টিব কেন্দ্রীয কমিটিতে নিযুক্ত কবে।

এই বছবেবই শেষেব দিকে চীন গভর্ণমেণ্টের সাথে "চাইনীজ ইষ্টার্ণ রেলওযে" নিয়ে আবাব একটা যুদ্ধেব প্রযোজন হ'ল। সেখানে যুদ্ধ চালিযে তিনি ব্যাপাবটার সামযিক ভাবে মীমাংসা ক'বে এলেন। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে সুদূর প্রাচ্য, বিশেষ করে বর্ত্তমাণ জাপানী পাপেট বাষ্ট্র মাঞ্চুকুও যেখানে অবস্থিত সেই অঞ্চল সম্বন্ধে তিনি সরজমীনে অবস্থা

বুঝবার স্থবিধা পেলেন। এই সময়কার অভিজ্ঞতা পরে আধুনিক স্থদূর প্রাচ্যের লালফৌজ গড়ার সময় তাঁর প্রচুর কাজে লেগেছে।

লালফৌজের বিশ্বকর্ম্মা

এরপব রাজনৈতিক নেতা ও সমবজ্ঞ অধিনাযক তুই হিসাবেই ভবোশিলভের প্রতিপত্তি ক্রমে ক্রমে আরও শক্তি-শালী হ'তে লাগল।

১৯১২ সালে তিনি যেখানে তাঁব ডেনিকিন বিজয সমাপ্ত হয সেই উত্তব ককেশাশেব অধিনাযক হ'যে থাকলেন। এই সমযকার স্মৃতি বক্ষা ক'বছে আজ কিউবান নদীব তীরে একটী ছোট্ট সহর যার নাম দেওযা হ'যেছে ভরোশিলভ্স্ক।

১৯২৪ সালে লেনিনেব মৃত্যুব পর তাঁকে মস্কো অঞ্চলের কমাণ্ডারেব পদে নিযুক্ত কবা হ'ল।

পরেব বছব তদানীন্তন সমর সচীব মাইকেল ফ্রুঞ্জের মৃত্যু হ'লে ভবোশিলভ তাঁব স্থানে সমব সচিব হ'লেন এবপব থেকে ববাববই তিনি এই পদ অধিকার ক'বে বযেছেন।* একই ব্যক্তি পর পব এতবছর ধরে সমব দপ্তরেব কর্ত্তা হ'যে থাকা— সমসামযিক ইউরোপে একটা বিবল ব্যাপাব। সমব সচিব হওযার প্রায সঙ্গে সঙ্গে ভরোশিলভ কম্যুনিষ্ট পার্টীব সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র, দশজন নেতৃস্থানীয কম্যুনিষ্ট নিযে গঠিত পলিট্

* বর্ত্তমান সোভিয়েট-জার্ম্মান যুদ্ধের জন্য সমর সচিবের দপ্তবেব কাজ একটী ছোট দেশ রক্ষা পবিষদেব হাতে ন্যস্ত হ'যেছে।

ব্যুবো বা "বাজনৈতিক চক্রে" নির্ব্বাচিত হন। পলিট্ ব্যুরোর কাজ হল সোভিয়েটেব মূল নীতি গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা ক'বে পার্টিব সাধারণ সভ্যদেব পবিচালনা করা। পলীট্ ব্যুরোব সদস্য হওযার পবথেকে বলা যেতে পাবে যে সোভিয়েটেব যা কিছু শেষ সিদ্ধান্ত যে কযজন ব্যক্তিব দ্বাবা হয ভবোশিলভ তাঁদেবই অন্যতম।

ক্রেমলিনে বেশ দৃঢ ভাবে অবস্থিত হ যে ভরোশিলভ এখন একটী সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত অপ্রতিদ্বন্দী ফৌজ গঠন করার দিকে মনোনিবেশ ক'বলেন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত শুধু স্থল-সৈন্য নয নৌবাহিনীব ভাবও তাঁর দপ্তবে ছিল। কিন্তু নৌবিভাগের কাজ বেড়ে যাওযায় কিছুদিন হ'ল পৃথক নৌবিভাগ স্থাপিত হ'যেছে।

বিবাট সোভিযেট সীমান্ত বেখার প্রায সব অঞ্চলে ভবোশিলভ নিজে যুদ্ধ চালিযেছেন, এমন কি সূদূর প্রাচ্য পর্য্যন্ত। আবাব তিনি লুগান্স্কের শ্রমিক বাহিনীব দলনেতা থেকে আবম্ভ করে আজকের সর্ব্বোচ্চ সমব নাযকেব পদ পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাতেই কাজ কবেছেন ও কাজের অভিজ্ঞতা লাভ ক'বেছেন। ইউবোপেব সমর নাযকদেব মধ্যে ঠিক এত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আর কারও লাভ কবাব সুযোগ হয় হ যেছে কিনা সন্দেহ।

আবাব এরই মধ্যে তাঁব সাধারণ নাগরিকদেব অর্থনৈতিক

ও শিল্প সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা কম নেই। তিনি জানেন শিক্ষা ও সৎপ্রচাবের কি মূল্য। 'শিক্ষা' এই শব্দটী তাঁর জীবন আলোচনাব আগা গোড়া সবখানেই বিদ্যমান। তিনি চান তাঁর লালফৌজকে জগতেব সবচেযে শিক্ষিত সৈন্যদল হিসাবে দেখতে, কেবল মাত্র কামানেব গুলি চালান আর গুলি খাওযা প্রতিহিংসা পবাযণ খুনী হিসাবে নয।

সব সৈন্যাধক্ষই নিজেব ফৌজকে সামবিক আঙ্গিকের দিকথেকে অপ্রতিদ্বন্দী ক'বে তুলতে চান। বিশেষ ক'রে বর্ত্তমান যান্ত্রিক বাহিনীর যুগে বিভিন্ন প্রকাবের জটিল মবণাস্ত্র সমূহ ব্যবহাব অভিজ্ঞ করাব জন্য প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষই তাঁর সৈন্যদেব এবিষযে শিক্ষার ব্যবস্থা ক'বে থাকেন।

কিন্তু ভবোশিলভ তাব চাইতে বেশী চান। তিনি তাদের রাজনৈতিক চেতনাব সম্পূর্ণ উন্মেষ পেতে চান। শুধু কেমন ক'বে যুদ্ধ ক'বতে হ'বে তাই নয, কেন যুদ্ধ ক'বতে হবে এবিষযেও তিনি লালফৌজকে সম্পূর্ণ সচেতন ক'রতে চান। তাছাড়া তিনি লালফৌজের কৃষ্টিগত শিক্ষাব উন্নতিব জন্য আরও যত্নবান। প্রত্যেক লাল সৈন্যকে ইংবাজি, ফরাসী বা জার্ম্মান প্রভৃতি যে কোন একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষাব জন্য উৎসাহ দেওযা হ'যে থাকে। লালসৈন্যদের নিয়মিত ভাবে মিউজিযম, শিল্প প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুধাবন ক'রতে পাঠানো হয। লাল ফৌজের নিজস্ব থিযেটার, সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র, নাটকে

দল, সাহিত্যিক চক্র, তৈল চিত্র ও অন্যান্য চারু শিল্প প্রদর্শনী ইত্যাদি কৃষ্টিব উন্মেষের জন্য সমস্ত উপকবণই আছে। ১৯৩৯ সনে বিগত কম্যুনিষ্ট পাটীর অষ্টাদশ অধিবেশনে তিনি বলেছেন :—

"লাল ফৌজের গ্রন্থাগার সমূহে যত বই আছে তার সংখ্যা হ'বে ২৫ মিলিয়ন (অর্থাৎ আড়াই কোটী)। সৈন্যরা প্রত্যহ ১,৭২৫,০০০ সংখ্যক সংবাদ পত্র কেনে, ৪,৭১,৫০০ সাময়ীক পত্র নিযমিত ভাবে পড়ে। কৃষ্টিব ও শিক্ষাব জন্য এখন ব্যয় হয ২৩০ মিলিযন রুবল্ যেখানে ১৯৩৪ সালে হযেছে মাত্র ৭২ মিলিয়ন।"

এই স্থানে স্মরণ রাখা দবকাব সোভিযেটে সাধাবণ শিক্ষা-সমাপ্তিব বযস হ'ল ১৮ বছর আর সৈন্যদলে যোগদান-সমর্থ যুবকদের মাত্র একের তিন ভাগ স্থাযী সৈন্য দলে প্রতি বৎসর যোগদান কবে। দীর্ঘ দিন সমর নাযক থাবা কালীন ভবোশিলভের প্রধান অবদানেব মধ্যে প্রথম হ'ল দেশরক্ষাব সুদৃঢ ব্যবস্থা। তাঁব ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সোভিযেট সীমান্তে ভূগর্ভস্থ দুর্গসকল নিৰ্ম্মিত হ'য়েছে। তিনি দেখেছেন যে এত বড দীর্ঘ সীমান্ত নিযে ম্যাজিনো বা সিগ্‌ফ্রীড লাইনের মত একটি একটানা লাইন বাখা সম্ভব নয। তাব পরিবর্ত্তে বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ স্থানে এমন ভাবে সমগ্র সীমান্ত দেশগুলি জুড়ে ভূগর্ভস্থিত শক্তিশালী দুর্গ সমস্ত লুক্কায়িত বেখেছেন যে শত্রু

একদিক দিয়ে অগ্রসর হ'লেও এই সমস্ত ঘাঁটিগুলিকে সহজে কোন মতেই ঘায়েল ক'রতে পারবে না। এই সমস্ত ঘাঁটিগুলি দণ্ডায়মান শ্যামল দুর্ব্বার নিচে লুকান এবং এগুলি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে বোমা বা গ্যাস এদের কিছু ক'রতে পারে না। ঠিক এই ভাবেই কৃষ্ণসাগরের ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের তীরেও এইরূপ ঘাঁটি সমূহ লুকানো রয়েছে। যারা সেগুলির ভিতর গেছেন তারা শুধু এদের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থারই প্রশংসা করেন না, আরও বলেন যে এদের মধ্যে থাকার ব্যবস্থাও অতি চমৎকার। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম দৃশ্যাবলীতে ভিতরটা সাজান, তার মধ্যে গ্রামোফোন, রেডিও সেট, বইএর আলমারী সবই দেওয়া আছে।

অগ্নিবর্ষণের শক্তিই হ'ল বর্ত্তমান যুগের সমর নিপুণতার মাপ কাঠি। ষাঠ হাজার সৈন্যের একটি রাইফেল কোরের দৃষ্টান্তকে মাপকাঠি ক'রে ভরোশিলভ দেখিয়েছেন :—

একটি জার্ম্মান রাইফেল কোর্ মিনিটে ৫৯,৫০৯ কিলোগ্রাম বর্ষণ করে।

একটি ফরাসী রাইফেল কোর মিনিটে ৬০,৯৮১ কিলোগ্রাম বর্ষণ করে।

একটি সোভিয়েট রাইফেল কোর মিনিটে ৭৮,৯৩২ কিলোগ্রাম বর্ষণ করে।

কিন্তু শুধু অগ্নি বর্ষণ করলেই ত চলে না তার লক্ষ্য ভেদ

হওযা দরকাব। তাই ভরোশিলভ সোভিযেট জনসাধারণকে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ শিক্ষা দেওযাব জন্য তাদের মধ্যে এক আন্দোলন প্রচলিত কবেছেন। ভবোশিলভ নিজেও খুব ভাল শিকাবী তাঁব লক্ষ্যভেদও অব্যর্থ। তাঁর নামে একটি ছোট্ট পদক আছে। এই পদক, যারা বন্দুক ছোড়ায অব্যর্থ লক্ষ্য হ'যে উঠে তাদিকেই দেওযা হয। এই ব্যাজ বা পদক এখন লক্ষ লক্ষ সোভিযেট জনসাধারণ, এমন কি মেযেবা পর্য্যন্ত গর্ব্বেব সাথে প'বে থাকে। ভবোশিলভেব এই প্রচেষ্টার ফলে সোভিযেট লক্ষ্যভেদ কারীবা গ্রেট বৃটেনে আন্তর্জ্জাতিক লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগীতায ১৯৩৫, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে বিজযী হয।

ভবোশিলভ ববাববই যান্ত্রিক বাহিনীব জন্য উৎসাহী। সেইজন্যই লালফৌজ আজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্র সজ্জিত ফৌজে পবিণত হ'যেছে এবং তাকে জার্ম্মাণী ও ইটালির মত পেট্রোল সঙ্কটেব ভয ক'বতে হয় না কারণ তাব দেশেই তেলেব ব্যবস্থা আছে।

আবার ভবোশিলভই প্রথম ছত্রধাবি বাহিনী উদ্ভাবন কবেন।

এদিকে ভবোশিলভ সুদূরপ্রাচ্যে ইউবোপীয বাশিযা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটী প্রথম শ্রেণীর ফৌজ সদা-সর্ব্বদা প্রস্তুত রেখেছেন। সেই ফৌজ ট্রান্স সাইবেবিয়ান বেলের উপর

নির্ভর করে না এবং ইউবোপীয় রাশিয়ার বিনা সাহায্যে জাপানকে ঘায়েল ক'রতে সমর্থ।

এতদসত্ত্বেও ভরোশিলভের দৃষ্টি কোনদিনই কেবল সামরিক ব্যাপারেই নিবদ্ধ থাকে নাই। ষ্টালিনের সাথে এ বিষয়ে তাঁর বেশ সাদৃশ্য আছে। তিনি যে কোন সময় তাঁর চিন্তাকে নূতন কোন বিষয়ে বেশ নিপুণভাবে চালনা ক'বতে পাবেন এবং অল্পতেই আসল ব্যাপাবটী বুঝে নিযে অধীনস্ত কর্ম্মিকে তাব প্রযোজনীয কর্ত্তব্যটী তাকে বুঝিয়ে দেন। ভবোশিলভ এবং ষ্টালিন উভযেই ব্যক্তিগত ভাবে সোভিযেট বৈজ্ঞানিকদের উত্তর-মেরু অভিযানে বিশেষ উৎসাহ দিযেছিলেন। তাঁরা উভযেইএব প্রাথমিক আলোচনা থেকেই যোগদান কবেছিলেন। তাবপব যখন সোভিযেট বীববা মেরুদেশ জয করে ফিবে এল তখন তাঁবা উভযেই তাদিকে রাশিযান কাযদায চুম্বন ও পুষ্প শোভিত ক'রে অভ্যর্থনা করাব জন্য মস্কো বিমান ঘাঁটীতে উপস্থিত ছিলেন।

চাষবাসেব ব্যাপারেও ভরোশিলভেব বেশ উৎসাহ বিদ্যমান। তাঁকে যৌথ কৃষি সঙ্ঘেব সভা ইত্যাদিতেও মাঝে মাঝে দেখা যায এবং সে বিষযেও বেশ ভাল ভাবে আলোচনা ক'বতে পারেন।

কিছুকাল আগে একটা ছবি তোলার ব্যাপাবেও তিনি খানিকটা হাত পাকাচ্ছিলেন। মস্কো ষ্টুডিওতে "প্রথম

অশ্বারোহী ফৌজ” নামে এব আগে বর্ণিত পোলীশ যুদ্ধের একটী ঐতিহাসিক ছবি তোলা হচ্ছিল। পোলীশ যুদ্ধে তাঁর সাথে যাবা যুদ্ধ ক'বেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভিশ্‌নেভস্কি নামে একজন যোদ্ধা এর গল্পাংশ রচনা ক'রেছেন। ছবিতে ষ্টালীন, বুদেনি ও ভবোশিলভের বেশ ধ'রে অভিজ্ঞ ফিল্ম অভিনেতারা এই সমস্ত নেতাদেব সংগ্রাম দর্শকদের দেখাবেন। ভবোশিলভ এই ছবিব গল্পাংশ লেখককে অনেক বিষযে সাহায্য কবেছেন ও ব্যক্তিগত স্মৃতি থেকে ভুলচুক সংশোধন কবে দিযেছেন।

তবুও এই সমস্ত বিষযে তাঁর যতই উৎসাহ থাক না কেন ভবোশিলভ প্রধাণতঃ ও মূলতঃ হ'লেন লালফৌজেব বিশ্বকর্ম্মা এবং জগত তাঁকে তাই বলেই জানবে।

অবশ্যম্ভাবি সংঘাত

বিগত ২২শে জুন জার্ম্মানীর বিশ্বাসঘাতক ফাসিষ্টরা সোভিয়েট গণ-তন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান স্বরু করেছে। এই সংঘাত লালফৌজের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে নাই। লালফৌজ ববাববই জানত যে একদিন তাকে আন্তর্জ্জাতিক ফ্যাসিবাদেব সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে হবে। ইতিপূর্ব্বে ফিন্‌ল্যাণ্ডে লালফৌজ এই সংঘাতেব পূর্ব্বাভাষ পেযেছে এবং সেই সংগ্রামে তারা জযী হ'যে ফিরেছে। লালফৌজের কিন্তু বা তার অধিনাযকের বিরাম নাই। ভরোশিলভেব উপর এসেছে আবার সোভিয়েট রক্ষাব দাযিত্ব। এবাবও তাঁব সাথে র'যেছেন তাঁব পুরাণ বন্ধু বুদেনি। ভবোশিলভ রযেছেন উত্তরে, লেনিনগ্রাড রক্ষায নিযুক্ত, আব দক্ষিণে রযেছেন বুদেনি। মধ্য খানে আছেন বিগত ফিনিশ যুদ্ধের বীব মার্শাল তিমোশেঙ্কো। আজ দু হাজাব মাইলেবও উপর দীর্ঘ মোহড়া ব্যাপী তিন মাসের উপর যুদ্ধ চলেছে। জার্ম্মানী, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী, ইটালী, ফিন্‌ল্যাণ্ড, স্পেন ইত্যাদি ইউরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্র গুলির ধনিকশ্রেণী আজ এই যুদ্ধে হিটলারের সাথে যোগ দিয়েছে। এই সম্মিলিত শক্তিকে একা প্রতিরোধ ক'রছে লালফৌজ। কেও কেও বলতে পারেন যে লালফৌজের

এত যে শক্তি শুনলাম তবে তারা পেছু হ'টছে কেন? এর জবাব হ'ল যুদ্ধ এখনও চ'লছে। প্রায় সারা ইউরোপের ধণতান্ত্রিকদের সংহত শক্তিকে পবাজিত করাটা সময সাপেক্ষ ব্যাপার। এরই মধ্যে বিচলিত হবার কোন কারণ নাই। লালফৌজ দৃঢতার সাথে সংগ্রাম ক'রছে। ইতিমধ্যেই মাঝখানে প্রতি আক্রমণ সুরু হ'যেছে। যুদ্ধ চ'লছে এবং এখনও অনেক দিন চ'লবে। তবে জয লালফৌজেরই নিশ্চিত তার কাবণ দুই আব দুইএ চাব হয, পাঁচ হয.না। ফ্যাসিবাদেব মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই যা তাকে জিইয়ে রাখতে পারে। ফ্যাসিবাদ বা তাব সামবিক যন্ত্রের নিজস্ব এমন কোন ক্ষমতা নাই যা দিযে সে বেঁচে থাকতে পারে ফ্যাসিবাদ সম্পূর্ণ ভাবেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপব নির্ভলশীল। ফ্যাসিবাদ যে সামবিক অর্থনীতিব সৃষ্টি করেছে সেটা চিবদিন থাকতে পাবেনা কারণ তা স্বাভাবিক নয অস্বাভাবিক অর্থনীতি। ফ্যাসিবাদের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা এই যে সে এই অস্বাভাবিক অর্থনীতিব উপব নির্ভবশীল।

ইতিমধ্যে জার্ম্মানরাই স্বীকাব করেছে যে, তারা যে ভাবে আজ প্রতিহত হচ্ছে সারা ইউরোপে আর কোথাও তারা তেমন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয নাই। এব থেকে অন্ততঃ এইটুকু ত নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অন্যান্য সব দেশের সৈন্য থেকে যে লালফৌজ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এটা প্রমাণিত হ'য়ে

গেছে। এখন তাকে প্রমাণ ক'রতে হ'বে যে সে বৃটেন ব্যতীত সমগ্র ইউরোপের ফাসিবাদের সম্মিলিত সৈন্যের চেযেও শ্রেষ্ঠ। এটা যে সে প্রমাণ করতে পারবে তা আমরা নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি। কি জন্যে পারি? আধাত্মিক কোন কারণে নয়, অত্যন্ত জাগতিক কারণে—ষ্টালিন একবার বলেছিলেন ঃ—"বলশেভিকবা আমাদিকে গ্রীক পৌবানিক বীর আনেটাউসের কথা স্মরণ কবিযে দেয। তারা আনেটাউসের মত শক্তিশালী কারণ তাবাআনেটাউসের মত, যে তাদিকে জন্ম দিযেছে, স্তন দিযে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদিকে মানুষ করে তুলেছে, সেই জনগণের সঙ্গে তারা বরাবব সংস্পর্শ বেখে এসেছে। এবং যতদিন তারা তাদের মাযেব সমান জনগণের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকবে ততদিন তাদেরকে কেও হটায়ে দিতে পারবে না। বলশেভিক নেতৃত্বের সুদৃঢ় ভিত্তিব সেইটাই হ'ল আসল কাবণ।"

এই উক্তিকে সামনে রেখে আমরা ষ্টালিন বর্ত্তমান যুদ্ধে সোভিযেটবাসীব প্রতি যে বাণী দিযেছেন এবং ভবোশিলভ যে আহ্বান কবেছেন লেনিনগ্রাডবাসীকে তাদের সহব রক্ষাব জন্য সেই দুটী বিবৃতি প'ড়ে দেখলে বুঝতে পাবব লালফৌজের আসল শক্তি কোথায। ষ্টালিন আহ্বান করেছেন অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে, তাদের বলেছেন, সমস্ত দেশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দাও, গরীলা বাহিনী ক'রে ফ্যাসিষ্টদের

পিছনে সংগ্রাম কর।' মোট কথা তিনি বলেছেন লাল-ফৌজেব সংগ্রামকে প্রত্যেক নরনাবীর সংগ্রামে পরিণত ক'রতে। অন্যদিকে ভবোশিলভ লেনিনগ্রাডেব প্রত্যেক কারখানা ও ঘরবাড়ীকে এক একটা ছোট বড় দুর্গে পরিণত ক'রে, প্রত্যেক নগরবাসীকে অস্ত্র ধারণ করিয়ে, ব'লেছেন, শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দিয়ে নগর রক্ষা কর। আমরা দেখেছি কি ভাবে ফ্রান্সেব বিশ্বাসঘাতকবা দুই শতাধিক বছরের ইতিহাসেব নমুনা মজুত থাকা সত্বেও পাছে ১৮৭১ সালের প্যাবিস কম্যুনেব মত শ্রমিক অভ্যুত্থান হয় সেই ভযে প্যারিসকে খোলা সহব বা "ওপ্‌ন্‌ সিটী" ক রে জার্ম্মানদেব হাতে সমর্পণ ক'বেছে। অন্যদিকে আমবা দেখছি লেনিনগ্রাড রক্ষার জন্য ভবোশিলভ কি ব্যবস্থা অবলম্বন ক'বেছেন। কেমন ভাবে তিনি প্রত্যেক নাগরিকের হাতে নগব রক্ষার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ ক'রেছেন। যদিও তিনি সবাবই চেযে বেশী জানেন যে পৃথিবীতে আমেরিকা ছাড়া আব কোন দেশ নাই যাব এত বেশী শিল্পকেন্দ্র শত্রু বিমান হানাব সীমার বাইবে আছে। যদিও তাঁর চেয়ে আর কেও বেশী জানে না যে "Even it Leningrad, Moscow Kiev, Kharkov, and Odessa could be paralysed by air attack, there are many new industrial cities in the Ural mountains, in Siberia, and in Soviet

Central Asia which could carry on uninterrupted with the manufacture of munitions, planes, and other necessaries of war" * অর্থাৎ যদিই বা শত্রু বিমান হানার দ্বারা লেনিনগ্রাড, মস্কো, কীয়েভ, খারখব এবং ওডেসা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হ'যে যায় তাহ'লেও উরাল পর্ব্বতে, সাইবেরিয়ায় ও সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় এমন বহু নূতন নূতন শিল্প-সমৃদ্ধ সহর রয়েছে যেখান থেকে, গোলা বারুদ, বিমান ও যুদ্ধের যাবতীয় প্রয়োজনীয় নিত্য নৈমিত্তিক সরাবরাহ করা যেতে পারবে। এসব জানা সত্ত্বেও তিনি শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে লেনিনগ্রাড অধিবাসীদিকে নগর রক্ষা ক'রতে বলেছেন। তাঁর এই আহ্বানে লেনিনগ্রাডের প্রত্যেক নাগরিক সাড়া দিয়েছে ।বেতার যোগে তারা সমগ্র সোভিয়েট বাসিকে ও দুনিয়ার জনসাধারণকে জানিয়েছে "বন্ধুগণ! আমরা আজ আমাদের পিতৃভূমির বৃহৎ বাণিজ্য ও কৃষ্টি কেন্দ্র রক্ষায় নিযোজিত রয়েছি। যেখানে জগতে প্রথম সাম্যবাদী বিপ্লবের জয়ধ্বজা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হ'য়েছে আমরা আমাদের সেই মনোরম নগরীকে রক্ষা ক'রছি। আমাদের দেশের সেইসব মহান পুরুষগণ যাঁরা মানবের উন্নতির জন্য এই নগরীতে কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত ক'রছেন, সেই পুশকিন্, গোগোল, চাইকোভস্কি ও গর্কির স্মৃতি জড়িত নগরকে আমরা

* এই উক্তিটী বছর দুই আগে করা হয়েছিল।

শত্রুর হাতে তুলে দেব না। কোন দিন কোনও শত্রু আমাদের নগরীতে প্রবেশ করতে পারে নাই। একটী নাৎসী ডাকুও কোনদিন প্রবেশ করতে পারবেনা।”

লেনিনগ্রাড অধিবাসীদের মধ্যে ভরোশিলভ এই যে দৃঢ়তা এনেছেন, এ তাঁর জনগণের উপর অসীম বিশ্বাস ও আস্থারই পরিচায়ক। ষ্টালিন, ভরোশিলভ, বুদেনি, তিমশেঙ্কো প্রভৃতির বিবৃতিগুলি পড়লে আমরা কি দেখতে পাইনা যে মজুর কৃষক, যুবক, ছাত্র প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের কার্য্যক্ষমতা সম্বন্ধে অদ্ভুত অটল বিশ্বাস তাদের প্রত্যেকটী ছত্র, প্রত্যেকটী অক্ষরে তীব্র হ'য়ে ফুটে উঠছে ?

এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে বলশেভিকরা কখনই তাদের জন্মদাতৃ জনগণকে ভুলে যায় নাই, বরং আজকে তাদের সঙ্কটের সময় তাকেই আরও জোর ক'রে আঁকড়ে ধ'রছে। আর সেইজন্য আমরাও ষ্টালিনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে পারি “যতদিন বলশেভিকরা তাদের মাতৃসম জনগণকে ভুলবেনা—গভীর ও নিবিড়তম বন্ধনদিয়ে তার সাথে নিজেদের বেঁধে রাখতে পারবে ততদিন তারা অপরাজেয়, তারা অমর, তারা চিরঞ্জীব।”

